ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-141 ■ 20 February, 2026 ■ আগরতলা ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং ■ ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## এআই সামিট

## ভারত যা করেছে, তা আর কেউ পারেনি প্রশংসায় মুখর ম্যাক্রোঁ

*বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে ভারত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট - ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ভাষণ দিচ্ছেন।*

**নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।।** ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের প্রশংসা করেন। তিনি মুম্বইয়ের এক পথবিক্রেতার গল্প তুলে ধরে বলেন, ভারত যা নির্মাণ করেছে, তা বিশ্বের আর কোনও দেশ করেনি।

'নমস্তে' জানিয়ে বক্তব্য শুরু করে ম্যাক্রোঁ বলেন, এই অসাধারণ শহর ও দেশে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য ধন্যবাদ। ২০২৪ সালের রাষ্ট্রীয় সফরের পর আবার ফিরে আসতে পেরে ভালো লাগছে।

এরপর তিনি একটি ঘটনা শোনান। দশ বছর আগে মুম্বইয়ের এক পথবিক্রেতা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেননিঠিকানা ছিল না, কাগজপত্র ছিল না। আজ সেই একই ব্যক্তি মোবাইল ফোনে সারা দেশ থেকে মুহূর্তে ও বিনামূল্যে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## 'মানব' ভিশন ফর এআই

## মানবকেন্দ্রিক ও স্বচ্ছ বৈশ্বিক কাঠামোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

*বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে ভারত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট - ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভাষণ দিচ্ছেন।*

**নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।।** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর ভবিষ্যৎ গড়তে উদ্ভাবন ও দায়িত্ববোধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে 'মানব' নামে মানবকেন্দ্রিক একটি রূপরেখা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এআই যুগে বিশ্বের সামনে যেমন বড় স্বপ্ন রয়েছে, তেমনই বড় দায়িত্বও রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রশ্ন এআই ভবিষ্যতে কী করতে পারবে তা নয়, বরং আমরা বর্তমানে এআইকে কীভাবে ব্যবহার করছি সেটাই আসল বিষয়। পারমাণবিক শক্তির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, প্রযুক্তি সঠিক পথে পরিচালিত হলে কল্যাণ বয়ে আনে, আর দিশাহীন হলে ধ্বংস ডেকে আনে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রস্তাবিত 'মানব' ভিশনের ব্যাখ্যা করে জানান, এটি ২১শ শতাব্দীর জন্য ভারতের মানবকেন্দ্রিক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

### দাসত্বের শিকল ছিড়ে বের হতে হিন্দি সহ আঞ্চলিক ভাষায় জোর

## আজ রাজ্যে রাজভাষা সম্মেলন থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** পূর্ব, পূর্বোত্তর ও উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাজে হিন্দির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ও রাজভাষা নীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারী আগরতলায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। মূলত, ইংরেজির দাসত্বের শিকল ছিড়ে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যেই হিন্দি সহ আঞ্চলিক ভাষায় জোর দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজভাষা বিভাগের সচিব।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজভাষা বিভাগের সচিব অনসুলি আর্য আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের রাজভাষা হিন্দি এবং লিপি দেবনাগরী। এই নীতির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২৬ জুন ১৯৭৫ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে রাজভাষা বিভাগ একটি স্বতন্ত্র দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি অর্থবছরেই বিভাগ চারটি আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করে, যাতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজভাষা নীতির অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়। ২০২৫—২৬ অর্থবছরের প্রথম সম্মেলন ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগরতলায় দ্বিতীয় এই যৌথ সম্মেলনে পূর্ব, পূর্বোত্তর ও উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

তিনি বলেন, সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, বিহার, ঝাড়খণ্ডসহ পূর্বাঞ্চল; অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমসহ পূর্বোত্তরাঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখসহ উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ৩০০০ উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

তিনি জানান, আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## স্থানীয় ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষার প্রসারে গুরুত্ব মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** হিন্দি ভাষা যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটির প্রসারের মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র দেশকে একত্রিত করা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, স্থানীয় ভাষাগুলির সাথে হিন্দিকে আরও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগরতলাকে বেছে নিয়েছেন। আগামীকাল আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে উত্তর, পূর্ব এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চান আগরতলায় এই ধরনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হোক। পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে অংশগ্রহণকারীরা এখানে এসেছেন। আমরাও এই কার্যক্রমের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বক্তৃতা রাখবেন। কারণ সংযোগ স্থাপনের জন্য হিন্দি ভাষা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। ত্রিপুরাতেও সংযোগ স্থাপনের জন্য হিন্দি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং অধিকাংশ মানুষ এই ভাষা ব্যবহার করেন। হিন্দিকে সামনে রেখে আমরা সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই।

তিনি বলেন যে প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং হিন্দি এমন একটি ভাষা যা প্রায় সবাই ব্যবহার করেন। আর এর মূল হচ্ছে সংস্কৃত। বেশিরভাগ ভাষার সাথে সংস্কৃতের সংযোগ রয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## বিধানসভায় সিপিএমের মতোই এডিসি-তে তিপরা মথাকেও পরাজিত করবে বিজেপি

### বিকাশ দেববর্মা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনের পর যেমন সিপিআই(এম)---কে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে, তেমনভাবেই আসন্ন নির্বাচনে তিপ্রা মথাকেও পরাজিত করা হবে। আজ করবুকে এক যোগদান সভায় এমনটাই বললেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

ভারতীয় জনতা পার্টি---র গোমতী জেলার ৪৩ করবুক মণ্ডলের উদ্যোগে করবুক বাজারে আয়োজিত হল এক সুবিশাল জনসভা ও যোগদান কর্মসূচি। আসন্ন এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, মণ্ডল সভাপতি অসীম ত্রিপুরা সহ দলীয় নেতৃত্ব। সভামঞ্চ থেকে এডিসি ভিলেজ নির্বাচনে জয়লাভের লক্ষ্যে জোরালো আহ্বান জানান বক্তারা। এদিন তিপ্রা মথার প্রবীণ কর্মী মচন রিয়াংয়ের নেতৃত্বে ২৩৭ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন বলে দলীয় সূত্রে দাবি। নবাগতদের দলীয় পতাকা পরিয়ে বরণ করে নেন বিকাশ দেববর্মা, বিপিন দেববর্মা ও রেবতী ত্রিপুরা।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সিপিআই(এম) ও তিপ্রা মথা—র তীব্র সমালোচনা করেন।

তাঁর অভিযোগ, তিপ্রা মথা পরিচালিত এডিসি এলাকায় গত পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসন। তিনি দাবি করেন, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এডিসির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও জনসমক্ষে আনা হয়নি এবং "অক্ষরে অক্ষরে হিসাব চাওয়া হবে"।

রাজনৈতিক ভাষণে তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনের পর যেমন সিপিআই(এম)—কে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে, তেমনভাবেই আসন্ন নির্বাচনে তিপ্রা মথাকেও পরাজিত করা হবে। বিরোধী শিবিরের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "ভোটের আগে বড় বড় কথা বলা সহজ, কিন্তু পাঁচ বছরে সেই প্রতিশ্রুতির কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে, তার জবাব মানুষ চাইছে।" ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## এপ্রিলে ত্রিপুরায় শুরু হবে এসআইআর, সাথে আরও ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) এপ্রিল থেকে ত্রিপুরায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) শুরু করতে চলেছে। সেই লক্ষ্যে তৈরি থাকতে রাজ্যে চিঠি পাঠিয়েছে। সাথে দেশের আরও ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলেও এসআইআর শুরু হবে বলে ওই সেখানেও চিঠি দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের এক কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া চলতি সময়ে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের সমাপ্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

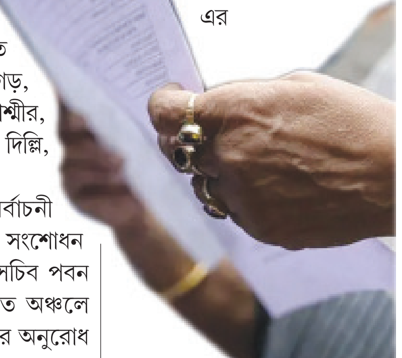

পরবর্তী ধাপে এসআইআর কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য যে রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে কাজ শুরু হবে সেগুলি হলো অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি ও দমন ও দিউ, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, লাদাখ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, দিল্লি, ওড়িশা, পাঞ্জাব, সিকিম, ত্রিপুরা, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখণ্ড।

বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন ওই রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক(সিইও)-দের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তুতি সময়মতো শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সচিব পবন দিওয়ানের স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়েছে, উপরোক্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এসআইআর এপ্রিল থেকে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে এ-সংক্রান্ত প্রস্তুতি কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করুন।

দিওয়ান আরও লিখেছেন, কমিশন, ২০২৫ সালের ২৪ জুন আদেশ নং ২৩/ইআরএস/২০২৫ এর মাধ্যমে সব রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কার্যক্রম চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। চিঠিতে বলা হয়েছে, এর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## নগর পঞ্চায়েত বিতর্ক, ককবরক লিপি ইস্যু ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যের সাম্প্রতিক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। বিশ্রামগঞ্জে প্রস্তাবিত নগর পঞ্চায়েত গঠন, ককবরক ভাষার লিপি বিতর্ক, এডিসি-সংক্রান্ত অভিযোগ, শিক্ষা ও বনাধিকার ইস্যু থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সবকিছু নিয়েই রাজ্য সরকার ও শাসক জোটকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, বিশ্রামগঞ্জে নগর পঞ্চায়েত গঠনের বিষয়ে কংগ্রেস নীতিগতভাবে বিরোধী নয়। তবে এলাকা মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এবং লাগোয়া এডিসি অঞ্চলের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ কমিশন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

### ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ জয়পুর

## উচ্ছেদকৃত ১৯ পরিবারের জমিতে জল ছাড়ার অভিযোগ, ক্ষোভ চরমে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** দক্ষিণ জয়পুর এলাকায় উচ্ছেদ হওয়া ১৯টি পরিবারের জমিতে জল ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে। পুনর্বাসনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত এই পরিবারগুলির অভিযোগ, তাঁদের আরও সমস্যায় ফেলতেই পরিকল্পিতভাবে জমিতে জল ছাড়া হয়েছে। জানা গেছে, উচ্ছেদের পর থেকেই পরিবারগুলি পুনর্বাসনের দাবিতে সরকারের দ্বারস্থ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## বন আধিকারিকের দপ্তরের সামনে ধর্না সমাধান না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** বৈধ কাগজপত্র ও ক্যারিং লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও বালির ভাইটাল না পাওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার বিশালগড়ে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হলেন গাড়িচালক ও বালিঘাটে কর্মরত শ্রমিকরা। এদিন দুপুর প্রায় বারোটার সময় তারা বিশালগড় জাঙ্গালিয়ায় মহকুমা বন আধিকারিক ঈশান লাল-এর দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, গত ছয় মাস ধরে তাদের বালির ভাইটাল দেওয়া হচ্ছে না। অথচ তাদের গাড়ির সমস্ত বৈধ কাগজপত্র এবং ক্যারিং লাইসেন্স রয়েছে। ভাইটাল না পাওয়ায় বালু পরিবহণ বন্ধ হয়ে পড়েছে, ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন তারা। গাড়ির কিস্তি পরিশোধ করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে বলে জানান চালকরা।

তাদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বন দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানানো হলেও কেবল আশ্বাস মিলেছে। দুই মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## বিলোনিয়ায় ইটভাটায় দুর্ঘটনা, ইটের স্তূপ চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** বিলোনিয়া মহকুমার দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় অবস্থিত জে বি আই ইটভাটায় বৃহস্পতিবার সকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ ভাটার চুলা থেকে ইট বের করার সময় আচমকা ইটের একটি স্তূপ ভেঙে পড়ে। এতে ইটের নিচে চাপা পড়েন শ্রমিক প্রকাশ মুন্ডা। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত প্রকাশ মুন্ডার বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মন্দার জেলায়। তার পিতার নাম বিল্লামি মুন্ডা বলে জানা গেছে। তিনি শ্রমিকের কাজ করতে বিলোনিয়ায় এসেছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## পবিত্র রমজান মাস শুরু

***নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।*** *পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রোজা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। এদিন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৫টা ২৬ মিনিটে মাগরিবের আযানের সঙ্গে দিনের রোজা ভঙ্গ করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা।*

*গতকাল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখা যাওয়ার পর তারাবির নামাজ আদায়ের মাধ্যমে রমজানের সংযমপর্বের সূচনা হয়। ভোররাতে সেহরি সেরে রোজা শুরু করেন মুসলিমরা। দিনভর অনাহার ও পানাহার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি পাপকর্ম বর্জন ও আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই রোজার পূর্ণতা লাভ হয় বলে জানান রোজাদাররা। রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদ ও বাড়িঘরে ইফতারের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে আগরতলা কেন্দ্রীয় টাউন জামে মসজিদ-সহ একাধিক মসজিদে বিপুল সংখ্যক মুসল্লির সমাগম লক্ষ্য করা যায়। ইফতারের আগে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করা হয়।*

*ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা জানান, রমজান মাস আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য, সংযম ও আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে* ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## সংস্কৃত ভাষাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে আহ্বান রাজ্যপালের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** লেম্বুছড়াস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আঞ্চলিক বৈদিক সম্মেলনের আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বৈদিক সাহিত্য ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ভান্ডার। ভারতের এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে এবং সবার জন্য সহজপ্রাপ্য করতে ডিজিট্যাল মাধ্যমে সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

রাজ্যপাল বলেন, বিকশিত ভারতের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় বেদে উল্লেখিত জ্ঞান আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে। সংস্কৃত ভাষাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। বৈদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রাজ্যপাল সনদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
৭ ফাল্গুন, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

## বাংলাদেশে সব ধরনের ভিসা চালু করিতেছে ভারত

বাংলাদেশের নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই দু"দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইতে শুরু করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বাংলাদেশের সব ধরনের ভিসা চালু করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে। তাতে উভয় দেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাবতীয় জটিলতা কাটিবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক টানাপোড়েন কাটাইয়া অবশেষে সম্পর্কের বরফ গলার জোরালো ইঙ্গিত মিলল। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের এক শীর্ষ রাষ্ট্রদূত জানাইয়াছেন, খুব শিগগিরই বাংলাদেশে সব ধরনের ভিসা পরিষেবা পুনরায় চালু করা হইবে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে সিলেটে নিযুক্ত ভারতের সিনিয়র কনস্যুলার কর্মকর্তা অনিরুদ্ধ দাস জানাইয়াছেন, পূর্ণমাত্রায় সব ভিসা পরিষেবা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে।মেডিকেল এবং ডাবল-এন্টি ভিসা এখন জারি করা হইতেছে এবং ভ্রমণ ভিসা-সহ অন্যান্য বিভাগ পুনরায় চালু করিবার পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে।" ভারত—বাংলাদেশ সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।" ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে থাকে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছিয়াছিল। নানা ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজও করিতে শুরু করিয়াছিল দুই দেশের সরকার। সম্পর্ক মজবুত ছিল।তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী হইয়া ওঠিবার অভিযোগ ছিল এবং বাংলাদেশে অনেকের কাছে নয়া দিল্লিকে সেই সরকারের সমর্থক হিসেবে দেখা হইতো। মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকে। ইউনূসের সরকারের সময় ভারতবিরোধী উস্কানিদাতা ও কট্টরপন্থিদের কারামুক্তি ঘটেকরিয়া অভিযোগ ওঠে। সে সময় বাংলাদেশে ভারতবিরোধী প্রচার তুঙ্গে ওঠে। মিশনগুলির নিরাপত্তা নিয়া উদ্বেগের মুখে ভারত ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে ধাপে ধাপে বাংলাদেশে ভিসা পরিষেবা স্থগিত শুরু করে। আর এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই ঢাকার ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার বন্ধ করা হয়। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বিএনপি) নেতা তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সম্পর্ক স্বাভাবিক করিবার ইঙ্গিত মিলিয়াছে। বৃহস্পতিবার অনিরুদ্ধ দাস বলেন, "দুই দেশের সাধারণ মানুষই এই স্থিতিশীল, ইতিবাচক ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের প্রধান অংশীদার হইবেন।" তিনি আরও বলেন, "প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের চিন্তা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি এক সুতোয় গাঁথা।"২০২৪ সালের ৮ অগস্ট, জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্যে এবং শেখ হাসিনার ভারত চলিয়া আসার তিন দিন পর ভিসা স্থগিতের প্রথম সিদ্ধান্ত আসে। "অস্থিতিশীল পরিস্থিতি"র কথা উল্লেখ করিয়া বাংলাদেশজুড়ে সব আইভিএসি কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এটি ছিল বাংলাদেশে প্রথম সর্বাত্মক ভিসা স্থগিতাদেশ। এরপরে অবশ্য আংশিকভাবে পরিষেবা চালু হইলেও তাহা মূলত মেডিকেল ও ডাবল-এন্টি ভিসার মতো সীমিত শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০২৫ সালের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত ভিসা ইস্যু কিছুটা বাড়িলেও, তাহা অগস্ট ২০২৪-এর আগের স্তরের তুলনায় অনেক কম ছিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ভারতীয় কূটনৈতিক সূত্রে জানানো হয়, অগস্ট ২০২৪—এর আগে প্রতিদিন প্রায় ৮,০০০ ভিসা দেওয়া হইত, যা নামিয়া দাঁড়ায় প্রায় ১, ৫০০-এ।২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় দফায় ভিসা স্থগিতাদেশ আসে। কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবিরোধী বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িবার পর একে একে ভারতের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারগুলি বন্ধ হইয়া যায়। ১৭ নভেম্বর ঢাকা আইভিএসি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ২২ নভেম্বরের মধ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী কেন্দ্রও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও নয়া দিল্লি, কলকাতা, আগরতলা—সহ বিভিন্ন কনস্যুলার মিশনে ভিসা পরিষেবা স্থগিত করে।

# কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ভারতের যুব শক্তি

# ভবিষ্যৎ-এর প্রয়োজনে প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা নির্মাণ

**মূল বিষয়বস্তু**- ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে। দেশের ৬৫ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা ৩৫ বছরের নিচে। ডিজিটাল ও উদ্ভাবন কৌশলের কেন্দ্রে রয়েছে যুবসমাজ। বিদ্যালয়, কারিগরি মাধ্যম, উন্নত গবেষণায় ফেলোশিপ প্রদান ও শিল্প অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা উন্নয়ন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইন্ডিয়াএআই মিশনের আওতায় সাশ্রয়ী পরিকাঠামো ও নীতিগত সহায়তায় কম্পিউটিং ক্ষমতা ও তথ্যের প্রবেশাধিকার মহানগরের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে। যুব নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবন পরীক্ষামূলক পর্যায় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক প্রভাবের দিকে এগোচ্ছে। দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারে ভারত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে উঠে আসছে।

ভূমিকা-এবছর ১৬ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়া—এআই ইমপ্যাক্ট সামিট শুরু হয়েছে। দেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাত্রার কেন্দ্রে যুবসমাজকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান ও জীবিকায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম যুব জনসংখ্যার দেশ। পয়ত্রিশ বছরের নিচে ৬৫ শতাংশের বেশি নাগরিক রয়েছে। এই জনশক্তি অর্থনৈতিক গতিশীলতার প্রধান ভিত্তি। শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থানে সংযোগ শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও শিল্পের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর কর্মজীবনে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। সামিটে উদ্ভাবন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, স্টার্টআপ উপস্থাপনা ও সরাসরি সমাধান প্রদর্শনের মাধ্যমে যুব উদ্ভাবকেরা সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। দক্ষতা ও বাজারের প্রয়োজনের মধ্যে সংযোগ তৈরি হয়েছে। অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং ও কমিকস ক্ষেত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০ লাখ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। যুবশ্রেণীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যাগত সুবিধাকে কৌশলগত সম্পদে রূপান্তর করা হচ্ছে। ভারতের প্রতিভা ভাণ্ডারের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি সুযোগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির পথ প্রসারিত হয়েছে। যুব দক্ষতা ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে প্রযুক্তিকে কার্যকর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতার চাহিদা বৃদ্ধি দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে ২০২৫-এর মার্চ সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত চাকরির বিজ্ঞাপন মোট শূন্যপদের ২.৯ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত দক্ষতার চাহিদা অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় ৭৫ শতাংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুব দক্ষতার জন্য নীতিগত উদ্যোগ কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অরেঞ্জ ইকোনমিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অ্যানিমেশন, গেমিং, ডিজিটাল বিষয়বস্তু ও ইমার্সিভ মিডিয়া ক্ষেত্র এতে অন্তর্ভুক্ত।

মুম্বাই-এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমন্বিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনের জন্য সহায়তা বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট ১৫,০০০ বিদ্যালয় ও ৫০০ কলেজে এই ল্যাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামোয় সমান প্রবেশাধিকার ইন্ডিয়াএআই মিশনের অধীনে ১০, ৩০০ কোটির বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট ৩৮,০০০ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটের পাশাপাশি অতিরিক্ত ২০,০০০ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কম্পিউটিং ক্ষমতা ও উদ্ভাবনের সুযোগ মহানগরের বাইরে বিস্তৃত হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রস্তুত দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে জাতীয় উদ্যোগ বিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সমন্বিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমৃদ্ধ মানবসম্পদ গড়ে তুলছে ভারত সরকার। শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও উন্নত স্তরের দক্ষতা তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাক্ষরতা জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০- ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাক্ষরতাকে অপরিহার্য দক্ষতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কম্পিউটেশনাল চিন্তন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধারণা সব স্তরের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কম্পিউটেশনাল চিন্তন উদ্যোগ তৃতীয় শ্রেণী থেকে শিক্ষার কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। শেখা, ভাবনা ও পাঠদানের পদ্ধতি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে 'জনকল্যাণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' ধারণার দিকে অগ্রসর হওয়া হয়েছে। যুবা-আই- বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স ডিভিশনের সঙ্গে যৌথভাবে যুবা-আই শুরু করেছে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আটটি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাধান তৈরি করছে।

যুবা এআই ফর অল-অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল ও তেলুগু-সহ ১১টি ভাষায় বিনামূল্যের জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাক্ষরতা কোর্স চালু হয়েছে। দীক্ষা, আইগট কর্মযোগী ও ফিউচারস্কিলস প্রাইম প্ল্যাটফর্মে এই কোর্স উপলব্ধ। মোট ১ কোটি নাগরিককে প্রাথমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতায় সক্ষম করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কারিগরি ও শিল্প-সমন্বিত প্রশিক্ষণ

স্কিল ইন্ডিয়া মিশন ও সোয়ার উদ্যোগ- দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের নেতৃত্বে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনে কারিগরি প্রশিক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সোয়ার উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১.৩৪ লাখ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অংশ নিয়েছেন। মাইক্রোসফট, এইচসিএল টেকনোলজিস এবং ন্যাসকমের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে।

ফিউচারস্কিলস প্রাইম- বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং ন্যাসকমের যৌথ উদ্যোগে পেশাদারদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিংসহ উদীয়মান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে।

স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল হাব- একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দক্ষতা উন্নয়ন পরিষেবা একত্রিত করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে উন্নত স্তরের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং কোর্স চালু রয়েছে। উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-মানবসম্পদ ও গবেষণা পরিবেশ ইন্ডিয়াএআই ফিউচারস্কিলস- ইন্ডিয়াএআই মিশনের অধীনে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য ফেলোশিপ চালু হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৫০০ পিএইচডি গবেষক, ৫,০০০ স্নাতকোত্তর এবং ৮,০০০ স্নাতক শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইন্ডিয়াএআই ডেটা ও এআই ল্যাব টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে ২৭টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মোট ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আইটিআই ও পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে আরও ১৭৪টি ল্যাব অনুমোদিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, অ্যানোটেশন, পরিশোধন ও প্রয়োগমূলক ডেটা সায়েন্সে জোর দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়া—এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ যুব ক্ষমতায়ন যুব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়নকে কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ, উদ্ভাবন প্রদর্শনী ও নীতি সংলাপের মাধ্যমে যুব উদ্ভাবক ও নারী উদ্যোক্তাদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

এআই বাই হার গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট চ্যালেঞ্জ নারী ও যুব উদ্ভাবকদের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাধানের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্য, জলবায়ু সহনশীলতা, শিক্ষা, ফিনটেক, নিরাপত্তা ও ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে স্কেলযোগ্য সমাধান-ও উপস্থাপিত হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার নিয়ে আন্তর্জাতিক আলাপম-আলোচনা শ্রমবাজারে পরিবর্তিত কর্মপরিস্থিতি ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের রূপান্তর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এআই ইমপ্যাক্ট স্টার্টআপ বই- ভারত জুড়ে উন্নত ১০০-র বেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাধানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। যুব উদ্যোক্তাদের জন্য এটি একটি সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার।

আন্তর্জাতিক সূচকে ভারতের নেতৃত্ব ২০২৫-এর স্ট্যানফোর্ড গ্লোবাল এআই সূচক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেশায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতার অনুপ্রবেশ আন্তর্জাতিক গড়ের তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি। ন্যাসকমের এআই গ্রহণ সূচক জানিয়েছে, ৮৭ শতাংশ সংস্থা সক্রিয়ভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে। ডিজিটালভাবে যুব জনসংখ্যা ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে।

**গিনেস বিশ্ব রেকর্ড**- বস্তুত, ২৪ ঘণ্টায় ২.৫ লক্ষের বেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিশ্রুতি গ্রহণের মাধ্যমে গিনেস বিশ্ব রেকর্ড গড়া হয়েছে। ইন্ডিয়াএআই মিশন ও ইন্টেল ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের নৈতিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবহারে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়েছে।

**উপসংহার**- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ভারতের যুবশক্তি একটি নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ধারাবাহিক নীতি সহায়তা, বৃহৎ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং গণতান্ত্রিক ডিজিটাল পরিকাঠামো এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করেছে। ইন্ডিয়া—এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ যুব উদ্ভাবন, দায়িত্বশীল প্রয়োগ ও শিল্প-সমন্বিত দক্ষতা উন্নয়নের সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরেছে। বিকশিত ভারতের পথে উৎপাদনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে যুবসমাজকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সক্ষম করা হবে।

## প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তীকে মানহানির নোটিস ইভেন্ট আয়োজকের

**কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।।** হয়রানির মামলায় অভিযুক্ত ইভেন্ট আয়োজক তনয় শাস্ত্রী প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী-র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার নোটিস পাঠিয়েছেন। বৃহস্পতিবার শাস্ত্রী জানান, তিনি চক্রবর্তীকে আইনি নোটিস পাঠিয়ে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান বা ক্ষমা না চাইলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। এই ঘটনার পর মিমি চক্রবর্তী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেননি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে তনয় শাস্ত্রী বলেন, আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য মিমি চক্রবর্তীকে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে আসেননি। তাই টাকা ফেরত চেয়েছি। একই সঙ্গে তিনি বিনা কারণে আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর অভিযোগ এনেছেন। আমার বিরুদ্ধে মামলা করে আমাকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। আমাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতেও থাকতে হয়েছে। আমার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই কারণেই অভিনেত্রীর কাছে ২০ লক্ষ টাকা ব করেছি। তিনি ক্ষমা না চাইলে বা অর্থ না দিলে আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যেই আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে। এটাই শুরু, শেষ পর্যন্ত লড়ব। গত মাসে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় শাস্ত্রীর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা ছিল মিমি চক্রবর্তীর। সেদিন রাতের অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন শেষ শিল্পী।

মিমির অভিযোগ, রাত ১২টা বেজে যাওয়ায় অনুষ্ঠান চালানোর অনুমতি না থাকায় তনয় শাস্ত্রী তাঁকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। এরপর তিনি অযাচিত হয়রানির অভিযোগে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

## তরুণদের মধ্যে হৃদরোগে আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক কমিটির দাবি অশোক গেহলটের

**জয়পুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএন এস)।।** কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট রাজস্থানে তরুণ ও শিশুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ও আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গেহলট বলেন, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুল্লি এবং অন্যান্য বিধায়কদের উত্থাপিত উদ্বেগ অত্যন্ত গুরুতর। তিনি সতর্ক করে বলেন, আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ তরুণ-তরুণী এমনকি চিকিৎসকদের আকস্মিক মৃত্যু সমাজে আতঙ্ক ও সন্দেহের পরিবেশ তৈরি করছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে বিরল ভ্যাকসিন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যেমন থ্রম্বোসিস উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া সিন্ড্রোম (টিটিএস), যা অ্যাস্ট্রাজেনেকা-র কোভিশিল্ড টিকার সঙ্গে যুক্ত বলে আলোচনা হয়েছে, সে প্রসঙ্গও তোলেন গেহলট। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে টিকার সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। তবে লং কোভিড এবং টিকার হৃদযন্ত্রের উপর প্রভাব নিয়ে বিশ্বজুড়ে এখনও গবেষণা চলছে। গেহলটের মতে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জনগণের সংশয় দূর করা সরকারের দায়িত্ব। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর সরকারের আমলে ২০২৩ সালের রাজ্য বাজেটে রাজস্থান স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (আরইউএইচএস)- এ পোস্ট-কোভিড পুনর্বাসন কেন্দ্র গঠনের ঘোষণা করা হয়েছিল, যাতে কোভিড-পরবর্তী স্বাস্থ্য জটিলতা নিয়ে গবেষণা এগিয়ে নেওয়া যায়। বর্তমান সরকার ওই কেন্দ্র কার্যকর করতে "কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়নি" বলেও আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি। গেহলট বলেন, সরকার এটিকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এই মৃত্যুগুলির প্রকৃত কারণ জানার অধিকার মানুষের রয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে মূল্যবান প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। বুধবার বিধানসভায় টিকারাম জুল্লি দাবি করেন, টিকাকরণের পর মৃত্যুর সংখ্যা নাকি বেড়েছে এবং পরীক্ষার সময় ছোট ছোট শিশুরাও অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের মৃত্যুকে 'স্বাভাবিক' বলা হয়েছে, জুল্লি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন। তিনি বলেন, এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে বৈজ্ঞানিক তদন্ত জরুরি এবং সরকারের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। জুল্লির অভিযোগ, প্রশাসন দায় এড়িয়ে যাচ্ছে, তথ্য গোপন করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। দুই বছরের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার পরও সংস্কারের বদলে অসঙ্গতি বাড়ানো হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

### আরসিওএম ঋণ জালিয়াতি মামলা

## সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দাখিল অনিল আম্বানির দেশ না ছাড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

**নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।।** শিল্পপতি অনিল ডি আম্বানি সুপ্রিম কোর্টে একটি অঙ্গীকারনামা/ অনুবর্তিতা হলফনামা দাখিল করে জানিয়েছেন, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড (আরসিওএম) এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কথিত বৃহৎ ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির তদন্ত চলাকালীন তিনি আদালতের পূর্বানুমতি ছাড়া দেশ ত্যাগ করবেন না। আরসিওএম গোষ্ঠীর প্রায় ১.৫০ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব এবং একাধিক শেল কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলায় (পিআইএল) এই হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। মামলাটিতে আদালত-নির্দেশিত তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। হলফনামায় ৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে মৌখিকভাবে দেওয়া আশ্বাসের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় আম্বানির পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহাতগি আদালতকে জানিয়েছিলেন যে, শীর্ষ আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি বিদেশ সফরে যাবেন না। হলফনামায় আম্বানি বলেন, এই হলফনামার মাধ্যমে আমি পূর্বে দেওয়া বক্তব্য আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্ব্যক্ত করছি এবং এই মাননীয় আদালতের নিকট অঙ্গীকার হিসেবে নথিভুক্ত করছি। শপথপত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান তদন্ত শুরুর সময়, অর্থাৎ জুলাই ২০২৫ থেকে আমি ভারত ত্যাগ করিনি এবং বর্তমানে বিদেশ সফরের কোনও পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় নেই। ভবিষ্যতে বিদেশযাত্রার প্রয়োজন হলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের পূর্বানুমতি নেবেন বলেও জানান। নিজেকে 'পলাতক হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি' নন বলে দাবি করে হলফনামায় বলা হয়েছে, আমার আচরণ, অঙ্গীকার এবং তদন্তে ধারাবাহিক সহযোগিতা থেকে স্পষ্ট যে, আমি পলাতক হওয়ার কোনও অভিপ্রায় পোষণ করি না এবং আইনের প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আম্বানি দাবি করেছেন, তিনি তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। হলফনামায় বলা হয়েছে, তিনি সদিচ্ছা নিয়ে তদন্তে অংশ নিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পূর্ণ সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন।

২০০২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) অনুযায়ী চলমান তদন্তের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় ধারা ৫০ অনুসারে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তিনি জানান, ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) তাঁকে ২৬ ফেব্রুয়ারি হাজিরার জন্য সমন করেছে এবং তিনি ওইদিন তদন্তে যোগ দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। তদন্তাধীন সংস্থাগুলিতে নিজের ভূমিকা প্রসঙ্গে আম্বানি হলফনামায় বলেন, সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলিতে তিনি কেবল নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন এবং দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনাগত বিষয়ে জড়িত ছিলেন না। ১৮ ফেব্রুয়ারি এই হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেন, বিচারিক নথিতে স্বচ্ছতা ও পূর্ণতা বজায় রাখতেই এটি দাখিল করা হয়েছে, যাতে বৃহত্তর বিষয়গুলি নিয়ে আদালত অবগত থাকে।

প্রসঙ্গত, ৪ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ অভিযোগিত প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার সরকারি অর্থসংক্রান্ত ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির তদন্তে ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) ও সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর 'অব্যাখ্যাত বিলম্ব' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বেঞ্চ ইডিকে জ্যেষ্ঠ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের নির্দেশ দেয় এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত 'যুক্তিসঙ্গত পরিণতি'-তে পৌঁছানোর কথা বলে। তবে ওই পর্যায়ে কোনও কঠোর বা জোরপূর্বক নির্দেশ দেওয়া হয়নি বলে আদালত স্পষ্ট করে। শুনানির সময় আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে মূল অভিযুক্ত দেশ ছাড়তে পারেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিদেশযাত্রা না করার অঙ্গীকার নথিভুক্ত করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট ইডি ও সিবিআইকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে। পাশাপাশি একাধিক ঋণদাতার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন মাত্র একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রতিটি অভিযোগই পৃথক লেনদেন হিসেবে বিবেচ্য এবং স্বতন্ত্রভাবে তদন্তযোগ্য।

# সাইবার অপরাধ দমনে ভারতের সক্রিয় ডিজিটাল পাল্টা আক্রমণ, এআই-চালিত হুমকির মোকাবিলায় বহুমুখী কৌশল

**নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর দ্রুত প্রসার বিশ্বব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনলেও, এর অপব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদী ও সাইবার অপরাধীরা নতুন ধরনের হুমকি তৈরি করছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, দেশে দ্রুত বাড়তে থাকা সাইবার অপরাধের বড় অংশই এখন এআই-চালিত। তবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারত সক্রিয় ডিজিটাল পাল্টা কৌশল গ্রহণ করেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশে গড়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩,১০০টি সাইবার আক্রমণের মুখে পড়ছে বিভিন্ন সংস্থা। উদ্বেগের বিষয় হল, সাইবার অপরাধীরা ক্রমশ এআই ব্যবহার করে আক্রমণ পরিচালনা করছে। বিশেষ করে সরকারি ও শিক্ষাক্ষেত্রকে বেশি টার্গেট করা হচ্ছে। দুর্বল সাইবার সুরক্ষা অবকাঠামোর কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ঝুঁকিপূর্ণ, আর বিপুল ও সংবেদনশীল নাগরিক তথ্য সঞ্চিত থাকায় সরকারি দপ্তরও বড় লক্ষ্যবস্তু। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সাইবার অপরাধ ও সীমান্ত-পার সন্ত্রাস এখন অন্যতম বড় হুমকি। সন্ত্রাসবাদীরা এআই ব্যবহার করে প্রচারমূলক কনটেন্ট ও ভিডিও তৈরি করছে।

অন্যদিকে, সাইবার অপরাধীরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কোনও সিস্টেমের দুর্বলতা শনাক্ত করতে এআই ব্যবহার করছে। একইসঙ্গে একাধিক সংস্থার উপর একযোগে আক্রমণ চালাতেও এই প্রযুক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে। ফিশিং ও ক্রেডেনশিয়াল সংগ্রহ অভিযানে স্বয়ংক্রিয়তা আনতেও এআই ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভুয়ো কনটেন্ট তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালানো হচ্ছে।

এক গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-এর সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিশেষ শাখা এই প্রযুক্তির অপব্যবহার করছে। ভারতের ভিতরে উত্তেজনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এআই-নির্ভর কনটেন্ট তৈরি ও প্রচার করা হচ্ছে। এমনকি দেশের ভেতরে কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাদের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই) বা জইশ-ই-মোহাম্মদ-এর মতো সংগঠন সংক্রান্ত পোস্ট ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, এই কনটেন্ট তৈরিতে এআই-এর ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় সংস্থাগুলি একেবারেই নিষ্ক্রিয় নয়। তবে চ্যালেঞ্জ হল, এআই অত্যন্ত দ্রুত কনটেন্ট তৈরি ও ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হওয়ায় অনেক সময় তাল মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

আর এক আধিকারিক জানান, এআই ব্যবহারের ফলে সাইবার আক্রমণ এখন আরও দ্রুত ও শনাক্ত করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই নতুন সমস্যার মোকাবিলায় নীতিগত বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। নিয়মিত সিকিউরিটি অডিট এবং এআই-ভিত্তিক হুমকি শনাক্তকরণে প্রশিক্ষণ এখন সময়ের দাবি, শুধু সরকার নয়, ঝুঁকিপূর্ণ বেসরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও।

এছাড়া, সাইবার অপরাধীরা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও এআই ব্যবহার করছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ভুক্তভোগীর আচরণ পূর্বানুমান করা হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী প্রতারণার কৌশল সাজানো হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের নামে প্রতারণা করা হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, ২০২৫ সাল ছিল কঠিন, সাইবার অপরাধে আনুমানিক ২০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বড় ধরনের অপরাধগুলির মধ্যে ছিল এআই-চালিত ফিশিং, ডিজিটাল গ্রেফতার কেলেঙ্কারি এবং বিনিয়োগ প্রতারণা। পাশাপাশি ডিপফেক ও সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও এআই-এর ব্যবহার বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত বহুমাত্রিক এআই-নির্ভর ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এক সাইবার নিরাপত্তা আধিকারিক জানান, সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান থেকে সরে এসে সক্রিয়, এআই-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে ডিপফেক, আর্থিক প্রতারণা ও এআই-চালিত ফিশিং আক্রমণ রুখে দেওয়া যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লেম্বুচড়ায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক বৈদিক সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু উপস্থিত ছিলেন।

# শিলং লোকসভা সাংসদ রিকি সিংকন প্রয়াত

**শিলং, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস):** শিলং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ এবং ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি (ভিপিপি)-র নেতা রিকি এ.জে. সিংকন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আকস্মিক অসুস্থতায় প্রয়াত হয়েছেন। ফুটবল খেলতে গিয়ে হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর প্রয়াণে মেঘালয়ের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাওলাই মাওইয়ং এলাকার একটি মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলেন তিনি। খেলার মাঝেই আচমকা মাঠে পড়ে যান সিংকন। উপস্থিত ব্যক্তিরা দ্রুত তাঁকে মাওইয়ং কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) নিয়ে যান। তবে সেই সময় চিকিৎসক না থাকায় তাঁকে উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করা হয়। পরে তাঁকে জাইয়াউ এলাকার ডাঃ এইচ. গর্ডন রবার্টস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাত প্রায় ৮টা ৪২ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইন্সং, ভিপিপি সভাপতি আরডেন্ট মিলার বাসাইয়াওমইটসহ একাধিক বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ও দলীয় কর্মীরা হাসপাতালে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান।

প্রথমবারের সাংসদ হিসেবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছিলেন। ভিপিপি প্রার্থী হিসেবে তিনি তিনবারের কংগ্রেস সাংসদ ভিনসেন্ট এইচ. পালাকে প্রায় ৩.৭ লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন, যা মেঘালয়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

তৃণমূল স্তরের সঙ্গে গভীর সংযোগ, আদিবাসী অধিকার, সুশাসন ও স্বচ্ছতার পক্ষে সোচ্চার ভূমিকার জন্য পরিচিত সিংকনের আকস্মিক প্রয়াণে রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে, বিশেষত ভিপিপি-র অন্দরে, এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁকে প্রতিশ্রুতিশীল ও জননিষ্ঠ জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্মরণ করেছেন। শেষকৃত্য ও সরকারি শোকানুষ্ঠান সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হবে বলে জানা গেছে।

# বিহার: নীট পরীক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু তদন্তে মামার বাড়িতে সিবিআইয়ের জেরা, পরিবারকে দীর্ঘক্ষণ প্রশ্ন

**পাটনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস):** পাটনায় এক নীট পরীক্ষার্থীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে আরও গতি আনল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। বৃহস্পতিবার তদন্তের অংশ হিসেবে সিবিআইয়ের একটি দল তৃতীয়বারের মতো জেহানাবাদ জেলায় পৌঁছয়। পাঁচ সদস্যের সিবিআই দল, যার মধ্যে একজন মহিলা ইন্সপেক্টরও ছিলেন, সরাসরি মখদুমপুর থানার অধীন ছাত্রীর মামার গ্রামে যান। সেখানে পরিবারের সদস্যদের টানা কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর আগে, ১৭ ফেব্রুয়ারি সিবিআই দল একই গ্রামে গিয়ে ছাত্রীর বাবা-মা, ভাই, ভাবি, ঠাকুমা এবং পিসিকে বিস্তারিতভাবে জেরা করে। ওই সময় ছাত্রীর ভাইয়ের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। তদন্তকারীরা পরে জানতে পারেন, মোবাইলটি মখদুমপুরের একটি দোকানে মেরামতির জন্য দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে দলটি দোকানে পৌঁছালে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। পরে কাছের একটি পান দোকান থেকে মোবাইলটি উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর, ফোনটির ফরেনসিক পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। জানা গেছে, এর আগে সিবিআই ছাত্রীর মামাকে পাটনায় হাজিরা দিতে সমন পাঠিয়েছিল। তিনি উপস্থিত না হওয়ায় তদন্তকারী দল সরাসরি তাঁর গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি আইজি ও এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়ে ২০ সদস্যের একটি সিবিআই দলও গ্রামে যায়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর মামলার সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে জানা গেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রীর বাড়িতে একটি হুমকির চিঠি ছোড়া হয়, যাতে গোটা পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। দু'দিন পর আরও একটি হুমকির চিঠি পাওয়া যায়, যেখানে সরাসরি ছাত্রীর ভাইকে লক্ষ্য করে হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর তদন্তের পরিধি পাটনার মেয়েদের হোস্টেল থেকে ছাত্রীর নিজ গ্রাম এবং সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর মামার বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বারবার ময়দানে নেমে তদন্ত, ইলেকট্রনিক প্রমাণ বাজেয়াপ্ত এবং পরিবারের সদস্যদের হুমকির জেরে মামলাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। সূত্রের ইঙ্গিত, আগামী দিনে তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে, যা মামলার গতিপথ বদলে দিতে পারে।

# অসমে বিরোধী ঐক্যে নতুন অনিশ্চয়তা আঞ্চলিক দলগুলির বৈঠকে কংগ্রেস বাইরে

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী ঐক্য নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে দুই প্রধান আঞ্চলিক দল রায়জোর দল এবং আসাম জাতীয় পরিষদ (এজেপি) এক বন্ধদ্বার বৈঠক করে, যেখানে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনায় কংগ্রেসকে রাখা হয়নি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাইজর দলের প্রধান ও বিধায়ক অখিল গগৈ, এজেপি সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ এবং দুই দলের শীর্ষ নেতারা। এছাড়াও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এতে কংগ্রেস-বহির্ভূত বিরোধী দলগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়ের প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়েছে।

সূত্রের খবর, বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল আসন বণ্টন এবং বিরোধী ঐক্যের ভবিষ্যৎ রূপরেখা। সম্প্রতি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (এপিসিসি) সভাপতি ভূপেন বোরা-র পদত্যাগের পর বিরোধী শিবিরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিল গগৈ কংগ্রেসকে দুই দিনের আল্টিমেটাম দেন। তিনি বলেন, জোট হলে রাইজর দল ১৫টি বিধানসভা আসন দাবি করছে।

"কংগ্রেস যদি সত্যিই বিরোধী ঐক্য চায়, তবে আগামী দুই দিনের মধ্যে তাদের স্পষ্ট অবস্থান জানাতে হবে। আমরা অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারি না," বলেন তিনি। গগৈ আরও জানান, সমঝোতা না হলে তাঁর দল একাই নির্বাচনে লড়তে প্রস্তুত। "প্রয়োজনে রাইজর দল ৪৬টি আসনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে," তিনি স্পষ্ট করে দেন।

তবে বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য নেতারা জানান, বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের দরজা এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তাঁরা।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বৈঠকে কংগ্রেসকে বাদ দেওয়া বিরোধী দলগুলির মধ্যে বাড়তে থাকা অবিশ্বাসের ইঙ্গিত বহন করে, বিশেষ করে রাজ্য কংগ্রেসে নেতৃত্বের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। এদিকে শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রস্তুতি জোরদার করেছে। এই পরিস্থিতিতে আসন সমঝোতা ও নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধী শিবিরের অনিশ্চয়তা তাদের নির্বাচনী সম্ভাবনায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী কয়েক দিনই নির্ধারণ করবে অসমে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়তে পারবে, নাকি নির্বাচনী লড়াইয়ে আলাদা পথ বেছে নেবে।

# বিশ্বকাপের মধ্যেই দুঃসংবাদ! খেলা চলাকালীন মৌমাছির হানায় বেঘোরে প্রাণ গেল আম্পায়ারের

ধুমধাম করে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ চলছে। আলোর রোশনাইয়ে ঝলমলে ক্রিকেট মহল। এসবের মধ্যেই দুঃসংবাদ। এই ভারতের মাটিতেই ম্যাচ চলাকালীন মৌমাছির হানায় প্রাণ গেল এক আম্পায়ারের। আহত কয়েকজন ক্রিকেটারও।

বুধবার উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের শুক্লাগঞ্জের সপ্রুর মাঠে স্থানীয় দুটি ক্লাবের মধ্যে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। ম্যাচটি আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন মানিক গুপ্তা এবং জগদীশ শর্মা নামের দুই আম্পায়ার। খেলা চলাকালীন আচমকা মাঠে একপাল মৌমাছি হানা দেয়। মৌমাছির হানায় ভীত ক্রিকেটারা দ্রুত মাঠ ছাড়লেও তুলনায় বয়স্ক আম্পায়াররা মাঠ ছাড়তে পারেননি। তাছাড়া আম্পায়াররা সাদা পোশাকে থাকায় সম্ভবত বেশি আকৃষ্ট হয় মৌমাছিগুলি। প্রায় মিনিট দশেক দুই আম্পায়ারকে ঘিরে রেখেছিল পঙ্গপালরা।

মৌমাছিগুলির একের পর এক কামড়ে দুই আম্পায়ারই আহত হন। দ্রুত তাদের উন্নাওয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় ৬৫ বছর বয়সি মানিক গুপ্তা। অপর আম্পায়ার অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। একাধিক ক্রিকেটারও অসুস্থ। এর আগেও ক্রিকেট মাঠে বহুবার এই ধরনের হানার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি কোনওদিনই তৈরি হয়নি।

**PNIe-T NO-17/EE/DWS/AGT-II/2025-26 Dated-17/02/2026**

The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-II, PWD(DWS), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

| Sl. No. | DNIe-T No. | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Bid Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No: 59/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 9,66,652.00 | ₹. 19,333.00 | 180 Days | ₹. 1,000.00 |
| 2 | DNIe-T No: 60/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 9,70,577.00 | ₹. 19,412.00 | 180 Days | ₹. 1,000.00 |
| 3 | DNIe-T No: 61/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-11/2025-26 | ₹. 9,70,066.00 | ₹. 19,401.00 | 180 Days | ₹. 1000.00 |
| 4 | DNIe-T No: 62/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 9,70,066.00 | ₹. 19,401.00 | 180 Days | ₹. 1000.00 |
| 5 | DNIe-T No: 63/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 9,70,007.00 | ₹. 19,400.00 | 270 Days | ₹. 1000.00 |
| 6 | DNIe-T No: 64/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 9,59,319.00 | ₹. 19,186.00 | 120 Days | ₹. 1000.00 |
| 7 | DNIe-T No: 65/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 9,69,191.00 | ₹. 19,384.00 | 180 Days | ₹. 1000.00 |
| 8 | DNIe-T No: 66/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 9,65,608.00 | ₹. 19,312.00 | 180 Days | ₹. 1000.00 |
| 9 | DNIe-T No: 67/DNIe-T/EE/DWS/ AGT-II/2025-26 | ₹. 8,61,309.00 | ₹. 17,226.00 | 60 Days | ₹. 1000.00 |

- Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-17/02/2026 at 18.00 hours.
- Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 25/02/2026 up to 15.00 hours.
- Date and Time for Opening of Bid- 25/02/2026 on or after 15.30 hours.
- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"
Sd/- (Er. K. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

ICA/C/4408/26

# সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নেই বদলাচ্ছে অসমের গ্রামীণ অর্থনীতি: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকারের জোরদার উদ্যোগের কথা তুলে ধরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৃহস্পতিবার বলেন, গত পাঁচ বছরে সেচ ব্যবস্থা রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই সেচকে অসমের কৃষির প্রাণরেখা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বর্তমান সরকারের আমলে এই খাতে নজিরবিহীন অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ৭৭২টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ৬০ হাজার হেক্টরেরও বেশি কৃষিজমি সেচের আওতায় এসেছে।মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "যে জমিগুলি একসময় শুধুমাত্র বর্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল, সেগুলি এখন নিশ্চিত সেচের সুবিধা পাচ্ছে। অসমের কৃষিক্ষেত্র আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগোচ্ছে।"সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে কৃষকদের অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরতা কমেছে। এর ফলে একাধিক ফসলচক্র পরিকল্পনা করা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার পাশাপাশি সৌরশক্তিচালিত সেচ ব্যবস্থার মতো টেকসই সমাধানও গ্রহণ করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ধানসিরি সেচ প্রকল্পের সমাপ্তির কথা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭৫টি গ্রামের কৃষিজমিতে নিশ্চিত জল সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। এতে হাজার হাজার কৃষক উপকৃত হবেন এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি-সহায়ক কর্মকাণ্ডেও গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। অধিকর্তারা জানান, সেচ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানও বেড়েছে এবং জল ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে কৃষিক্ষেত্রকে স্থিতিশীল ও সহনশীল করে তুলবে।

**Notification**

Tripura Film & Television Institute (TFTI) will organize a 03 (Three) hours Special Master Class on "Cinema (Sculpting Time & Emotion)" by Rabiranjan Moitra, an eminent Film Editor, Director and Actor on 23.02.2026 from 10.30 AM to 1.30 PM at Tripura Film & Television Institute (TFTI), Nazrul Kalakshetra Complex, Agartala

In this regard, the interested individuals, film enthusiasts, students and aspiring filmmakers of the state are cordially invited to attend the above session and gain opportunity to learn directly from a master of the medium.

**Sd/- Registrar**
**Tripura Film & Television Institute**
**Nazrul Kalakshetra Complex, Agartala**

ICA/D-2010/26

**"Notice Inviting Quotation"**

Sealed Quotations are hereby invited from bona-fide resourceful Co-operative Societies for procurement of **"Miscellaneous Child Friendly Materials" for 5 Nos** Anganwadi Centersas per list shown below under the Scheme namely Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 for the Financial Year 2025-26under CDPO, Urban ICDS Project, West Tripura. Terms & Conditions along with Format for submission of quotation will be available in the O/O the CDPO, Urban ICDS Project, Badharghat from 11 am to 4 pm on all working days till 25th February 2026.

| Sl No. | Name of Item | Specification |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kidney shaped Table for Children | PSF 2111 or similar |
| 2 | Chair for Children | PSF 4116 or similar |
| 3 | Seesaw | PGS 2418 or similar |
| 4 | Swing 1 | PGS 3101 or similar |
| 5 | Swing 2 | PGS 4148 or similar |
| 6 | Ducky Tricycle | PGS 747 or similar |
| 7 | Super Corner shelf | PSF 4811 or similar |
| 8 | Tetter Totter | PGS 302 or similar |
| 9 | Playmat | PSF 1424 or similar |

(SOUHARDYA CHAKRABORTY)
Child Development Project Officer
Urban ICDS Project
Badharghat, Agartala, Tripura(W)

ICA/C-4403/26

# শিবাজি মহারাজ বীরত্ব, দূরদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের অনন্য প্রতীক: রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার ছত্রপতি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ-এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। তিনি বলেন, শিবাজি মহারাজ বীরত্ব, দূরদর্শিতা ও ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্বের এক অনন্য প্রতীক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ পোস্ট করে রাহুল গান্ধী লেখেন, "বীরত্বের প্রতিমূর্তি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি বীরত্ব, দূরদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের এক অনন্য প্রতীক।" তিনি আরও বলেন, "তাঁর জীবনদর্শন ও সাহস আজও আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা জোগায়।"

এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-ও শিবাজি মহারাজকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি লেখেন, "অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের প্রতীক, মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, দক্ষ প্রশাসক এবং ভারতের অনুপ্রেরণা ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা। শিব জয়ন্তীর শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

**AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)**
**DURGA CHOUMUHANI, AGARTALA**

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works

| Sl No. | Name of the Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last date And Time for Document Downloading and Bidding |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DNIeT-EE(Elect)/ AMC/48/2025-26 | Rs. 2,89,775.00 | Rs. 5,796.00 | 15 (Fifteen) days | Date : 24-02-2026 Time : 15.00 Hrs. |
| 02 | DNIeT-EE(Elect)/ AMC/49/2025-26 | Rs. 4,98,105.00 | Rs. 9,962.00 | 15 (Fifteen) days | |

For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal. https://tripuratenders.gov.in

**For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC**
**Sd/-**
**Executive Engineer,**
**Electrical Division**
**Agartala Municipal Corporaton.**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 43/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 16-02-2026**

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 23-02-2026 for the following work:

| Sl No. | Name of work (DNIET No) | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,15,174.00 | ₹ 48,303.00 | 45 days |
| 2 | 166/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,26,265.00 | ₹ 8,525.00 | 45 days |
| 3 | 167/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,24,692.00 | ₹ 48,494.00 | 60 days |
| 4 | 168/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,23,567.00 | ₹ 48,471.00 | 60 days |
| 5 | 169/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,26,194.00 | ₹ 48,524.00 | 60 days |
| 6 | 170/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,25,073.00 | ₹ 48,501.00 | 60 days |
| 7 | 171/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,25,743.00 | ₹ 48,515.00 | 60 days |
| 8 | 172/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,26,893.00 | ₹ 48,538.00 | 60 days |
| 9 | 173/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,26,581.00 | ₹ 48,532.00 | 60 days |
| 10 | 174/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,26,160.00 | ₹ 48,523.00 | 60 days |
| 11 | 175/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,26,420.00 | ₹ 48,528.00 | 60 days |
| 12 | 176/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,25,294.00 | ₹ 48,506.00 | 60 days |
| 13 | 177/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,08,493.00 | ₹ 48,170.00 | 60 days |
| 14 | 178/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,25,735.00 | ₹ 48,515.00 | 60 days |
| 15 | 179/EE/SNM/PWD(R&B)/2025-26 | ₹ 24,26,072.00 | ₹ 48,521.00 | 60 days |

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

**(Er. Dhananjoy Debbarm)**
**Executive Engineer**
**Sonamura Division, PWD(R&B)**
**Sonamura, Sepahijala, Tripura**

ICA/C-4414/25

# বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদারের আহ্বান ট্রাম্পের চিঠি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে

**ওয়াশিংটন, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস):** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তাঁর "ঐতিহাসিক নির্বাচনী জয়"-এর জন্য অভিনন্দন জানিয়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি লেখা চিঠিতে ট্রাম্প রহমানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর মেয়াদ সফল হোক বলে কামনা করেন। হোয়াইট হাউস কর্তৃক নিশ্চিত এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত এই চিঠিতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত সম্পর্ক মজবুত করার বিষয়ে ওয়াশিংটনের আগ্রহের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

চিঠিতে ট্রাম্প লিখেছেন, আমাদের দুই দেশের অংশীদারিত্ব পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক গড়ে তোলার অভিন্ন স্বার্থের উপর ভিত্তি করে, যেখানে শক্তিশালী ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো সমৃদ্ধ হতে পারে।

তিনি বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের গুরুত্ব তুলে ধরে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। ট্রাম্প বলেন, আপনি যখন আপনার মেয়াদ শুরু করছেন, তখন আমি আশা করি আপনি আমাদের পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্কের অসাধারণ গতি বজায় রাখতে আমাকে সহায়তা করবেন, যা উভয় দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের উপকারে আসে।

প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়েও ট্রাম্প গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঝুলে থাকা প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলি দ্রুত চূড়ান্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি আশা করি আপনি নিয়মিত প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলি সম্পন্ন করতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন, যাতে আপনার সামরিক বাহিনী বিশ্বের সেরা, উচ্চমানের আমেরিকান তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ পায়। চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ট্রাম্প বলেন, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী, যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও দৃঢ় হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে আমার রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। একসঙ্গে আমরা আমাদের দুই দেশকে আরও সমৃদ্ধ ও নিরাপদ করে তোলার সুযোগ পেয়েছি। চিঠির শেষাংশে ট্রাম্প বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শুভকামনা জানিয়ে লেখেন, আগামী দিনগুলোর জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা।

# সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নেই বদলাচ্ছে অসমের গ্রামীণ অর্থনীতি: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকারের জোরদার উদ্যোগের কথা তুলে ধরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৃহস্পতিবার বলেন, গত পাঁচ বছরে সেচ ব্যবস্থা রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই সেচকে অসমের কৃষির প্রাণরেখা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বর্তমান সরকারের আমলে এই খাতে নজিরবিহীন অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ৭৭২টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ৬০ হাজার হেক্টরেরও বেশি কৃষিজমি সেচের আওতায় এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "যে জমিগুলি একসময় শুধুমাত্র বর্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল, সেগুলি এখন নিশ্চিত সেচের সুবিধা পাচ্ছে। অসমের কৃষিক্ষেত্র আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগোচ্ছে।" সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে কৃষকদের অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরতা কমেছে। এর ফলে একাধিক ফসলচক্র পরিকল্পনা করা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার পাশাপাশি সৌরশক্তিচালিত সেচ ব্যবস্থার মতো টেকসই সমাধানও গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ধানসিরি সেচ প্রকল্পের সমাপ্তির কথা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭৫টি গ্রামের কৃষিজমিতে নিশ্চিত জল সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। এতে হাজার হাজার কৃষক উপকৃত হবেন এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি-সহায়ক কর্মকাণ্ডেও গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অধিকর্তারা জানান, সেচ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানও বেড়েছে এবং জল ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে কৃষিক্ষেত্রকে স্থিতিশীল ও সহনশীল করে তুলবে। সময়মতো প্রকল্প সম্পন্ন করা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ফলাফলভিত্তিক বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

# ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ, সাংবাদিক সম্মেলনে বার্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট বার্তা দিলেন সংগঠনের সভাপতি বিজয় পাল। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের দুদিন ব্যাপী কর্মশালা ও রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী দু'বছরের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। ২১ সদস্য কার্যকরী কমিটির সভাপতি পদে বিজয় পাল সাধারণ সম্পাদক পদে সুনীল দেবনাথ ও কোষাধ্যক্ষ পদে সুভাষ ঘোষ নির্বাচিত হয়েছেন। দু'দিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন ও কর্মশালার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা এবং উপস্থিত ছিলেন শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়। দ্বিতীয় দিনের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রত্যেকেই কর্মরত সাংবাদিকদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে সাংবাদিক আক্রান্ত বা সাংবাদিকদের অধিকার ক্ষুন্ন হলে সংগঠন পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর বলেও এদিন স্পষ্টবার্তা দেওয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বিজয় পাল, সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ এবং কোষাধ্যক্ষ সুভাষ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

## অমরপুরে প্রেস ক্লাবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি,অমরপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** অমরপুরে আজ স্থায়ী প্রেস ক্লাব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। অমরপুরের নতুন টাউনহল সংলগ্ন স্থানে এই প্রেস ক্লাব গড়ে তোলা হবে।

অনুষ্ঠানে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রাণময় সাহা এবং প্রেস ক্লাবের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক রঞ্জিত দাসের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ২৫ লক্ষ টাকায় এই প্রেস ক্লাব গড়ে তোলা হবে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বিধায়ক রঞ্জিত দাস রাজ্যের উন্নয়নে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদেরও একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

# বহু-কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় বিক্রম ভাট ও তাঁর স্ত্রীকে জামিন সুপ্রিম কোর্টের

**নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।** কথিত ৩০ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় বলিউড চলচ্চিত্র নির্মাতা বিক্রম ভট্ট এবং তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরী ভট্ট-কে জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৫-এ মুম্বইয়ের বাসভবন থেকে দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাজস্থানের উদয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে উদয়পুরের এক চিকিৎসক অভিযোগ করেন যে, চলচ্চিত্র নির্মাণের নাম করে তাঁর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে।

মামলাটি মূলত বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে উদ্ভূত বলে পর্যবেক্ষণ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ৩১ জানুয়ারি রাজস্থান হাই কোর্টের দেওয়া জামিন খারিজের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিপুল এম. পাঞ্চোলি-ও ছিলেন। শীর্ষ আদালত আশা প্রকাশ করে জানায়, উভয় পক্ষই যাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করেন। পেমেন্ট সংক্রান্ত বিরোধ মেটাতে তাঁদের সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতা কেন্দ্রে হাজির হয়ে আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত জানায়, জামিন দেওয়া হল এই প্রত্যাশায় যে, আবেদনকারীরা বিরোধের সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবেন।

গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট শ্বেতাম্বরী ভাটকে অন্তর্বর্তী জামিন দেয় এবং উদয়পুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি অনুযায়ী জামিন বন্ড জমা দেওয়ার শর্তে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দেয়। রাজস্থান হাই কোর্টের জামিন খারিজের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি)-র শুনানির সময় এই অন্তর্বর্তী স্বস্তি দেওয়া হয়েছিল। এর আগে রাজস্থান হাই কোর্ট তদন্ত চলমান থাকার কথা উল্লেখ করে বিক্রম ভাট, তাঁর স্ত্রী ও অন্য এক অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

উদয়পুরের ভূপালপুরা থানায় ১৭ নভেম্বর একটি এফআইআর দায়ের করেন ইন্দিরা গ্রুপ ও ইন্দিরা আইভিএফ-এর কর্ণধার চিকিৎসক ডা. অজয় মুরদিয়া অভিযোগে বিক্রম ভাট-সহ মোট আটজনের নাম রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, চিকিৎসকের স্ত্রীর জীবনী অবলম্বনে বায়োপিক নির্মাণের নামে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রথমে দিনেশ কাটারিয়া তাঁকে প্রকল্পের সঙ্গে পরিচয় করান এবং পরে মুম্বইয়ের বৃন্দাবন স্টুডিওতে বিক্রম ভাটের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। ভাট নাকি আশ্বাস দেন, ৭ কোটি টাকার বিনিয়োগে চারটি ছবি তৈরি করে ১০০-২০০ কোটি টাকার রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। পরবর্তী সময়ে ভাটের টিমের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে মোট ২,৪৫,৬১,৪০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া মোট প্রযোজনা ব্যয় ৪৭ কোটি টাকা নির্ধারিত থাকলেও ইন্দিরা এন্টারটেইনমেন্টের তরফে ৪২,৭০,৮২,২৩২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, চারটির মধ্যে মাত্র দুটি ছবি সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তি পেয়েছে। তৃতীয় ছবি 'বিশ্ব বিরাট' প্রায় ২৫ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং চতুর্থ ছবি 'মহারানা-রান'-এর কাজ এখনও শুরুই হয়নি। চতুর্থ ছবির জন্য নির্ধারিত ২৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বিক্রম ভাটের বিরুদ্ধে। এফআইআরে বিক্রম ও শ্বেতাম্বরী ভাট ছাড়াও কৃষ্ণা ভাট, দিনেশ কাটারিয়া, মেহবুব আনসারি, মুদিত বুট্টান, গঙ্গেশ্বর লাল শ্রীবাস্তব ও অশোক দুবের নাম উল্লেখ রয়েছে।

টিএমসি হাসপাতালে ৮ দিনের নবজাতকের জটিল অস্ত্রোপচার সফল

# হার্নিয়া নয়, ধরা পড়ল কমপ্লিকেটেড ম্যাকোনিয়াম সিস্টিক পেরিটোনাইটিস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** জন্মের পর বামদিকে হার্নিয়া সন্দেহে রেফার করা হয়েছিল নবজাতককে। কিন্তু টিএমসি হাসপাতালে পরীক্ষা করে ধরা পড়ে আরও জটিল রোগকমপ্লিকেটেড ম্যাকোনিয়াম সিস্টিক পেরিটোনাইটিস। মাত্র ৮ দিনের শিশুর সফল অস্ত্রোপচার করে নতুন জীবন ফিরিয়ে দিলেন টিএমসি হাসপাতালের শিশুশল্য বিশেষজ্ঞ ডা. অনিরুদ্ধ বসাক।

কামালনগর, সোনামুড়া এলাকার বাসিন্দা মা নমিতা দাস ও প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের পুত্র সন্তানের জন্ম হয় গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, আইডিএম হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে। জন্মের পর চিকিৎসকরা জানান, শিশুটির বামদিকে বড় আকারের জন্মগত হার্নিয়া রয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে টিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

পরদিন, ২৭ জানুয়ারি, শিশুটিকে টিএমসি হাসপাতালে ডা. অনিরুদ্ধ বসাকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে না পারায় তাকে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে রাখা হয়। জরুরি অস্ত্রোপচার ছাড়া শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না বলে জানান চিকিৎসকরা। অবশেষে গত ৩ ফেব্রুয়ারি, শিশুটির বয়স যখন মাত্র ৮ দিন, তখন প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন ডা. বসাক। অপারেশনের সময় দেখা যায়, শিশুটির পেটে বড় আকারের একটি ম্যাকোনিয়াম সিস্ট রয়েছে এবং পেটের ভেতরে মল পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি অন্ত্রও জট পাকিয়ে ছিল। চিকিৎসা পরিভাষায় এই জটিল অবস্থাকে বলা হয় 'কমপ্লিকেটেড ম্যাকোনিয়াম সিস্টিক পেরিটোনাইটিস'। ডা. অনিরুদ্ধ বসাক জানান, প্রাথমিকভাবে হার্নিয়া মনে হলেও প্রকৃত সমস্যা ছিল অনেক বেশি জটিল। সময়মতো অস্ত্রোপচার না করলে শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছে। আগামী দু'দিনের মধ্যেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

## বিজু উৎসব: অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** আগামী ১৩-১৫ এপ্রিল অমরপুর মহকুমার ঝড়ঝড়িয়াতে রাজ্যভিত্তিক বিজু উৎসব আয়োজন করা হবে। উৎসবটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গোমতী জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। সভা থেকে বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমাকে চেয়ারম্যান করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন দপ্তরের-দায়িত্ব ও সমন্বয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু ল্যাথের সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। সভায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় রাজ্যভিত্তিক বিজু উৎসব সফলভাবে আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

# 'ঘুষখোর পণ্ডত' শিরোনাম প্রত্যাহার সুপ্রিম কোর্টে মামলা নিষ্পত্তি

**নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।** বিতর্কিত শিরোনাম 'ঘুষখোর পণ্ডত' প্রত্যাহার করায় সংশ্লিষ্ট মামলার নিষ্পত্তি করল সুপ্রিম কোর্ট। চলচ্চিত্র নির্মাতা নীরজ পান্ডে শীর্ষ আদালতকে জানান, ছবির বিতর্কিত নাম এবং সেই নামে প্রচার-সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিচারপতি বি.ভি. নাগারথা ও উজ্জল ভূঁইয়া-এর বেঞ্চ পাণ্ডের দাখিল করা হলফনামা নথিভুক্ত করে। হলফনামায় তিনি অঙ্গীকার করেন যে, বিতর্কিত শিরোনাম "কোনওভাবেই আর ব্যবহার করা হবে না" এবং আগের নাম-সহ সমস্ত প্রচারসামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিচারপতি নাগারথা-নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, এই পরিস্থিতিতে আর কোনও নির্দেশের প্রয়োজন নেই এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

শুনানির সময় প্রযোজকদের পক্ষের আইনজীবী জানান, ছবির শিরোনাম ইতিমধ্যেই বদলানো হয়েছে এবং এই বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে, একবার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হলে বিতর্কিত শিরোনাম সংক্রান্ত নতুন করে কোনও ফৌজদারি মামলা শুরু করা উচিত নয়। আদালত স্পষ্ট করে দেয়, ছবির নাম নিয়ে যে বিতর্ক ছিল তা এখন সমাপ্ত বলে গণ্য হবে।

শীর্ষ আদালতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল, ছবির শিরোনাম ও কাহিনি জাতি ও ধর্মভিত্তিক স্টেরিওটাইপকে উসকে দেয় এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মর্যাদাহানি করে। আবেদনে বলা হয়, "পণ্ডিত" পদবির সঙ্গে "ঘুষখোর" শব্দ জুড়ে দেওয়ায় একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানহানিকর ধারণা তৈরি হয় এবং তা সংবিধানের ১৪, ১৯(২), ২১, ২৫ ও ৫১এ(ই) অনুচ্ছেদের সুরক্ষা লঙ্ঘন করে।

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্মাতাদের তীব্র ভর্ৎসনা করে মন্তব্য করেছিল, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কোনও সম্প্রদায়কে হেয় করার লাইসেন্স নয়। বেঞ্চ কেন্দ্র সরকার, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) এবং নির্মাতাকে নোটিস জারি করে জানিয়েছিল, নাম পরিবর্তন না হলে ছবির মুক্তি অনুমোদিত হবে না। আদালত পর্যবেক্ষণ করে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, কোনও সম্প্রদায়কে খারাপভাবে উপস্থাপন করা যাবে। এমন নাম সামাজিক সম্প্রীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে বলেও সতর্ক করে শীর্ষ আদালত। এদিকে সংশ্লিষ্ট আরেকটি মামলায় আগেই দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছিল ছবির মুক্তিতে স্থগিতাদেশ চেয়ে। সেখানে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স জানায়, তারা ছবির নাম বদলাবে এবং পুরনো নামে সমস্ত প্রচারসামগ্রী সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে ফেলেছে। বিচারপতি পুরুষেন্দ্র কুমার কৌরব-এর একক বেঞ্চ সেই বক্তব্য নথিভুক্ত করে মামলার নিষ্পত্তি করে। নির্মাতার হলফনামা গ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্টেও বিতর্কের ইতি টানা হল।

# মার্কিন সংস্থার নেতৃত্বে ভারতের অফিস স্পেস চাহিদার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত জোগান দিতে পারে জিসিসি: রিপোর্ট

**মুম্বাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।** গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি) আগামী কয়েক বছরে ভারতের শীর্ষ সাতটি বাজারে অফিস স্পেসের মোট চাহিদার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত জোগান দিতে পারে। মার্কিন সংস্থাগুলির নেতৃত্বে লিজিং কার্যকলাপের জোরেই এই প্রবণতা আরও বাড়বে বলে জানানো হয়েছে এক সমীক্ষায়।

রিয়েল এস্টেট পরামর্শদাতা সংস্থা কলিয়ার্স ইন্ডিয়া-র প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২০ সাল থেকে ভারতে জিসিসি লিজিং কার্যকলাপের প্রায় ৭০ শতাংশই মার্কিন সংস্থাগুলির দখলে। এর পরেই রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের সংস্থাগুলি, যাদের অংশীদারিত্ব ৮—১০ শতাংশ করে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরে জিসিসিগুলির বার্ষিক গ্রেড-এ অফিস স্পেস গ্রহণ ৩৫ থেকে ৪০ মিলিয়ন বর্গফুটে পৌঁছতে পারে, যা দেশের মোট অফিস স্পেস চাহিদার ৪০—৫০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

কলিয়ার্স ইন্ডিয়ার অফিস সার্ভিসেস বিভাগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্পিত মেহরোত্রা বলেন, মার্কিন প্রযুক্তি-ভিত্তিক জিসিসি চাহিদা স্থিতিশীল হতে পারে, তবে ইইউ ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থাগুলির আগ্রহ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং, বিএফএসআই (ব্যাংকিং, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনসিওরেন্স) এবং কনসাল্টিং ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়তে পারে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য চুক্তি এবং শুল্ক কাঠামো সহজীকরণ দীর্ঘমেয়াদে প্রযুক্তি, ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও উৎপাদন এবং পরামর্শদাতা ক্ষেত্রে অফিস স্পেসের চাহিদা বাড়াবে।

২০২০ সাল থেকে দেশে মোট ৩১০ মিলিয়ন বর্গফুট অফিস স্পেসের চাহিদার মধ্যে প্রায় ১১৭ মিলিয়ন বর্গফুট, অর্থাৎ ৩৮ শতাংশই এসেছে জিসিসি খাত থেকে। ২০২০ সালে যেখানে জিসিসি স্পেস গ্রহণ ছিল প্রায় ১৬ মিলিয়ন বর্গফুট, তা ২০২৫ সালে বেড়ে প্রায় ৩০ মিলিয়ন বর্গফুটে পৌঁছেছে।

কলিয়ার্স ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল ডিরেক্টর ও হেড অফ রিসার্চ বিমল নাদার বলেন, ভারতের অফিস স্পেস চাহিদার মূল ভরকেন্দ্র হয়ে থাকবে জিসিসি। এটি অফিস বাজারে গ্রাহকভিত্তির সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণকে সমর্থন করবে। তিনি আরও জানান, বিশ্ব বাণিজ্য ক্ষেত্রে উত্তেজনা তুলনামূলকভাবে কমেছে এবং ভারতের প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে সাম্প্রতিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি ভারতীয় অফিস বাজারের মূল চাহিদা-চালিকাগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, দক্ষ জনশক্তির প্রাপ্যতা এবং খরচে সাশ্রয়ের সুবিধা আগামী দিনেও ভারতে ক্যাপাবিলিটি সেন্টার সম্প্রসারণে বড় ভূমিকা নেবে।

# নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা ও অতিরিক্ত মার্জিন প্রত্যাহারে সোনা-রুপোর দামে ঊর্ধ্বগতি

**মুম্বাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।** ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সতর্ক অবস্থান এবং দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপোর ফিউচারে অতিরিক্ত মার্জিন প্রত্যাহারের জেরে টানা দ্বিতীয় দিনে ঊর্ধ্বমুখী রইল সোনা ও রুপোর দাম। একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, ইরানের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে গেলে সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি হিসেবে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধজাহাজ, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সাবমেরিন-সহ অতিরিক্ত সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করেছে। দেশীয় বাজারে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (এমসিএক্স)-এ এপ্রিল ডেলিভারির সোনা ফিউচার ইন্ট্রা-ডে ভিত্তিতে ০.২২ শতাংশ বেড়ে ১০ গ্রামে ১,৫৬,১০০ টাকায় পৌঁছেছে। মার্চ ডেলিভারির রুপো ফিউচার ০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে কেজিপিছু ২,৪৪,৯৭১ টাকায় লেনদেন হয়েছে। এমসিএক্স এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) বৃহস্পতিবার থেকে সোনা ফিউচারে আরোপিত ৩ শতাংশ এবং রুপো ফিউচারে ৭ শতাংশ অতিরিক্ত মার্জিন প্রত্যাহার করেছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তে জল্পনামূলক অংশগ্রহণ এবং ইন্ট্রা-ডে লেনদেন বাড়তে পারে, যা দামের উপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করছে। এদিকে, লুনার নিউ ইয়ার উপলক্ষে মূল ভূখণ্ড চীন ও অন্যান্য কয়েকটি এশীয় বাজারে কম লেনদেনের জেরে তারল্য কম থাকাও দামের ওঠানামায় প্রভাব ফেলেছে বলে বাজার অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম প্রায় ৫,০০০ ডলারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। মতিলাল ওসওয়াল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পণ্য বিশ্লেষক মানব মোদী বলেন, ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রকাশের আগে 'ডিপ বাইং' লক্ষ্য করা গেছে। মিশ্র অর্থনৈতিক তথ্যের জেরে মার্কিন ফেডের নীতিগত অবস্থান নিয়ে মতভেদও স্পষ্ট। বিশ্লেষকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনা, বিশেষত হরমুজ প্রণালীর সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, স্থগিত পারমাণবিক আলোচনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতজনিত অনিশ্চয়তা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদাকে জোরদার করেছে। ফেডের কার্যবিবরণী অনুযায়ী, কিছু নীতিনির্ধারক মূল্যস্ফীতি উচ্চ থাকলে আরও কড়াকড়ি সমর্থন করছেন, অন্যরা বছরের শেষে নীতিগত শিথিলতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় উচ্চ সুদের হার বজায় থাকার সম্ভাবনায় ডলার ও ট্রেজারি ফলন বেড়েছে, যা বুলিয়নের ঊর্ধ্বগতি কিছুটা সীমিত করেছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এমসিএক্স সোনার ক্ষেত্রে ১,৫৪,৪০০ ও ১,৫২,২০০ টাকা গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট স্তর, আর ১,৫৬,৮০০ ও ১,৫৯,১০০ টাকা রেজিস্ট্যান্স। রুপোর ক্ষেত্রে ২,৩৮,০০০ ও ২,৩২,৮০০ টাকা সাপোর্ট এবং ২,৪৯,০০০ ও ২,৫৪,৪০০ টাকা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ধরা হচ্ছে। এখন বাজারের নজর আসন্ন পিসিই মূল্যস্ফীতি তথ্য ও মার্কিন জিডিপি পরিসংখ্যানের দিকে, যা ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতির দিশা স্পষ্ট করতে পারে।

# এনএইচএআই-এর দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা, ১০ শতাংশ ধস এনসিসি-র শেয়ারে

**মুম্বাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।** ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)-এর দুই বছরের ডিবারমেন্ট নির্দেশের জেরে বৃহস্পতিবার ইন্ট্রা-ডে ট্রেডিংয়ে প্রায় ১০ শতাংশ ধস নামল এনসিসি লিমিটেডের শেয়ারে। তীব্র পতনের ফলে শেয়ারদর গত এক বছরের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে আসে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই)-এ এনসিসি-র শেয়ার ৯.৮৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৩৫ টাকায়, যা নতুন ৫২-সপ্তাহের নিম্নস্তর। সংস্থা এক্সচেঞ্জে জানায়, তাদের এবং তাদের স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি ওবি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (ওবিআইএল)-এর বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এনএইচএআই উভয় সংস্থার উপর দু'বছরের ডিবারমেন্ট জারি করেছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী, এনএইচএআই-এর জারি করা কোনও টেন্ডার, বিড বা রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজালে দুই সংস্থাই অংশ নিতে পারবে না। কনসেশনেয়ার, কন্ট্রাক্টর, ইপিসি কন্ট্রাক্টর, ওঅ্যান্ডএম কন্ট্রাক্টর, ওঅ্যান্ডএম এজেন্সি বা কনসোর্টিয়াম সদস্য কোনও ভূমিকাতেই তারা যুক্ত হতে পারবে না। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। ডিবারমেন্টের সূত্রপাত উত্তরপ্রদেশের একটি হাইওয়ে প্রকল্পকে ঘিরে, যা ২০০৬ সালের কনসেশন চুক্তির আওতায় বিল্ড-অপারেট-ট্রান্সফার (বিওটি) অ্যানুইটি ভিত্তিতে ওবিআইএল বাস্তবায়ন করেছিল। সংস্থার দাবি, জমি হস্তান্তরে এন এইচ এআই-এর বিলম্ব এবং চুক্তি লঙ্ঘনের কারণেই প্রকল্পে দেরি হয়। এই ইস্যুতে ওবিআইএল সালিশি প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ২০২৪ সালের নভেম্বরে তাদের পক্ষে রায় পায়। তবে এনএইচএআই সেই রায়ের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্ট-এ চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। একই প্রকল্প সংক্রান্ত আরও কিছু বিরোধ এখনও সালিশির পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থা। ওবিআইএল দাবি করেছে, কনসেশন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এবং সালিশি প্রক্রিয়া চলাকালীনই ডিবারমেন্ট আদেশ জারি করা হয়েছে। এছাড়া নিজেদের বক্তব্য পেশের সুযোগ না দিয়েই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে তারা। সংস্থা জানিয়েছে, আইনি পথে এই নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে। এনসিসি স্পষ্ট করেছে, চলতি অর্ডার ও প্রকল্পগুলির উপর তাৎক্ষণিক কোনও আর্থিক বা কার্যগত প্রভাব পড়বে না। তবে আগামী দু'বছর এন এইচ এ আই-এর নতুন প্রকল্পে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভবিষ্যৎ টেন্ডারের উপর প্রভাব কতটা পড়বে, তা এই মুহূর্তে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

# বাণিজ্য চুক্তিতে আয়ের দৃশ্যমানতা বাড়ছে, ডায়নামিক ইক্যুইটি বরাদ্দ বজায় রাখার পরামর্শ: রিপোর্ট

**মুম্বাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।।** সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতীয় বাজারে আয়ের দৃশ্যমানতা উন্নত হয়েছে। সংশোধনের পর্যায় পেরিয়ে বাজারে নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। পিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, যা পিএল ক্যাপিটাল গ্রুপ-এর অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা, বিনিয়োগকারীদের জন্য 'গোল্ড হেজ'-সহ ডায়নামিক অ্যাসেট অ্যালোকেশন কৌশল গ্রহণের সুপারিশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এটি একটি নিয়ম-ভিত্তিক মাল্টি-অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফ্রেমওয়ার্ক, যা সামষ্টিক সূচক, মূল্যায়ন মেট্রিক্স এবং বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে ইক্যুইটি ও সোনায় বিনিয়োগের অনুপাত পরিবর্তন করে। সংস্থার পূর্বাভাস, মূল্যায়ন স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে, দেশীয় তারল্য মজবুত রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি সূচক স্থিতিশীল হচ্ছেফলে বাজার সংশোধনের পর্যায় থেকে সম্ভাবনাময় পর্যায়ে উত্তরণ ঘটাচ্ছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বৈশ্বিক ঝুঁকি হ্রাস প্রবণতা, মুদ্রার ওপর চাপ এবং পণ্যদ্রব্যের দামের অস্থিরতার জেরে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ভারতীয় ইক্যুইটি বাজার সংহতকরণ পর্যায়ে প্রবেশ করে। বর্তমানে ইক্যুইটির মূল্যায়ন দীর্ঘমেয়াদি গড়ের কাছাকাছি, প্রায় ১৯—২০ গুণ আয়ের স্তরে নেমে এসেছে। এই মূল্যায়ন সংশোধন মধ্যমেয়াদে ঝুঁকি-রিটার্ন প্রোফাইলকে উন্নত করেছে বলে জানানো হয়েছে। সংশোধনের সময় বাজারে সীমিত অংশগ্রহণ চোখে পড়লেও, পরিমাণগত সূচকগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বাজার সংহতকরণ থেকে প্রাথমিক পুনরুদ্ধারের দিকে অগ্রসর হতে পারে। পিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের কোয়ান্ট ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি বিভাগের প্রধান ও ফান্ড ম্যানেজার সিদ্ধার্থ ভোরা বলেন, বাজেট-পরবর্তী স্বচ্ছতা এবং শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক আয়ের দৃশ্যমানতা বাড়িয়েছে। পুনরুদ্ধারের পরবর্তী ধাপের জন্য আমরা ইতিবাচক অবস্থান নিচ্ছি। সংস্থার মতে, ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে নীতিগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। মূলধনী ব্যয়, পরিকাঠামো ও উৎপাদন সংস্কারে জোর দেওয়ায় শিল্প ও রপ্তানিমুখী খাতে আয়ের সম্ভাবনা বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত এবং বহিঃখাতের ভারসাম্য স্থিতিশীল থাকায় সামষ্টিক ভিত্তি দৃঢ় রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে 'ভ্যালু' ফ্যাক্টর ভালো পারফর্ম করেছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে বিনিয়োগকারীরা বৃহত্তর অংশগ্রহণের আগে ধীরে ধীরে পোর্টফোলিও পুনর্বিন্যাস করছেন। পাশাপাশি সোনার তুলনায় ইক্যুইটি বহু-চক্রের নিম্নস্তরে লেনদেন হচ্ছে, ফলে অস্থিরতা কমলে ভবিষ্যৎ রিটার্নের সম্ভাবনা উন্নত হতে পারে।

# কেন্দ্রের থেকে উল্লেখযোগ্য অনুদান পেয়েছে হিমাচল: বিজেপি

**শিমলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।।** হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা জয় রাম ঠাকুর বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন, কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্য নিয়মিতভাবে কেন্দ্রের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। তবে জনমত অন্যদিকে ঘোরাতে তারা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করে চলেছে।

তিনি বলেন, মূল প্রশ্ন হল না যে রাজস্ব ঘাটতি অনুদান (আরডিজি) কেন্দ্রীয় বাজেটে উল্লেখ আছে কি না। বরং রাজ্য যখন আরডিজি পাচ্ছিল, তখনও সরকার আর্থিক সংকটের কথা বলছিল। ১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশের পর যদি আরডিজি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সঙ্গে সামলানো কংগ্রেস সরকারের দায়িত্ব বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ঠাকুর বলেন, "নিজেদের ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্র বা আগের রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করে সমস্যার সমাধান হবে না। পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে সরকারকে সৎভাবে তা জনগণের সামনে স্বীকার করা উচিত।" বুধবার শেষ হওয়া বিধানসভার প্রথম দফার তিন দিনের অধিবেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা নিয়ম ও প্রথা। "কিন্তু সরকার আরডিজি নিয়ে রাজনৈতিক প্রস্তাব আনতে বদ্ধপরিকর ছিল। বিরোধীরা বিতর্কে অংশ নিয়ে গত তিন বছরের সরকারের ব্যর্থতা তথ্য-প্রমাণসহ তুলে ধরেছে।" মুখ্যমন্ত্রীর জবাবি বক্তব্যে একাধিক পরিসংখ্যান ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিরোধীরা তথ্য সংশোধনের সুযোগ চাইলে তা নাকচ করা হয়। এর প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে হয়। ছয়বারের বিধায়ক ঠাকুর বলেন, বিজেপি হিমাচল প্রদেশের স্বার্থে অটল এবং রাজ্যের কল্যাণই তাদের কাছে সর্বাগ্রে। আরডিজি বন্ধ হয়ে থাকলে, সরকারকেও বুঝতে হবে যে নিজেদের অবস্থান কার্যকরভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়াই এর একটি কারণ হতে পারে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। "সুদৃঢ় নীতি ও আর্থিক শৃঙ্খলাই একমাত্র পথ।" মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বারবার স্বীকার করেছেন যে রাজ্য বাড়তি আর্থিক চাপে পড়তে পারে, যার ফলে গ্যারান্টি পূরণ, উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং বেতন, পেনশন ও মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা পূরণ কঠিন হয়ে পড়তে পারে। বিষয়টিকে রাজনৈতিক না করে সমাধানের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

# ‘খালি প্রতিশ্রুতি’র অভিযোগে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় খালি থালা নিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

ভোপাল, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় চলতি অধিবেশনের চতুর্থ দিনে শাসক বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ‘ফাঁকা ঘোষণা’ ও ‘অপূরণীয় প্রতিশ্রুতি’র অভিযোগ তুলে প্রতীকী বিক্ষোভে সামিল হলেন কংগ্রেস বিধায়করা।
বিধানসভা চত্বরে গান্ধী মূর্তির সামনে বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংহার-এর নেতৃত্বে বিধায়করা হাতে খালি থালা নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যের মানুষকে ‘খেয়ালি পোলাও’ খাওয়ানো হচ্ছেঅর্থাৎ কাগুজে ঘোষণা ও অবাস্তব আশ্বাস ছাড়া বাস্তবে কোনও সুফল মিলছে না।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উমঙ্গ সিংঘার বলেন, গত দু’বছরে চাকরি সংক্রান্ত একাধিক ঘোষণা হলেও কার্যত বড় কোনও নিয়োগ হয়নি। ফলে হাজার হাজার যুবক বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, লাডলি বহনা প্রকল্পে মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা নিয়মিতভাবে মিলছে না।
বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি নিয়েও সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, সরকার স্বস্তির ঘোষণা করলেও সাধারণ মানুষ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ বিলের চাপে নাজেহাল। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় ওষুধের ঘাটতির কথা তুলে ধরেন তিনি।
কৃষকদের সার ও বীজ পেতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন সিংঘার। পাশাপাশি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর না হওয়াকেও সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষা ব্যবস্থাও বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের।
উমঙ্গ সিংঘার স্পষ্ট করেন, এটি কোনও রংটিন রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং রাজ্যের সাধারণ মানুষের দুর্দশার প্রতিফলন। তাঁর কথায়, “এটি মধ্যপ্রদেশের মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও ভবিষ্যতের লড়াই।”
কংগ্রেস জানিয়েছে, এই সব ইস্যুতে তারা বিধানসভা থেকে রাজপথসব জায়গায় আন্দোলন চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না বাস্তব পরিবর্তন আসে।

# সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে তৃণমূলকে নিশানা, বিধানসভা ভোটে সক্রিয় এআইএমআইএম

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (এআইএমআইএম)। দলের প্রতিষ্ঠাতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-র নেতৃত্বাধীন এই দলটি রাজ্যে সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিকদের ইস্যুকেই শাসক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় ইতিমধ্যেই নীরব প্রচার শুরু করেছে এআইএমআইএম। পাশাপাশি কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ার একাধিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রেও সংগঠন জোরদার করছে তারা।
এআইএমআইএমের এক রাজ্য নেতা দাবি করেন, “পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, সংখ্যালঘু যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসক দল আন্তরিক নয়। সংখ্যালঘু তোষণের যে প্রচার করা হয়, তা আসলে চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া কিছু নয়।”
তার দাবি, ইতিমধ্যেই কিছু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূলের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার এআইএমআইএমে যোগ দিয়েছেন। “সংখ্যালঘু যুবকদের এখন পুতুল নয়, প্রয়োজন কর্মসংস্থান। বর্তমান শাসনে তা সম্ভব নয়এই বার্তাই আমরা পৌঁছে দিচ্ছি, ” বলেন ওই নেতা।
এদিকে, চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে এআইএমআইএমের সঙ্গে নবগঠিত জনতা উন্নয়ন পার্টির জোট হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। এই দলটি গড়েছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক হুমায়ুন কবির। একই সঙ্গে সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের সঙ্গেও সমঝোতার বিষয়ে আগ্রহী এআইএমআইএম, যদিও এ নিয়ে বাম নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

## দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার

# রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও আত্মনির্ভর ভারত: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর দর্শন

**আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি :** মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি “রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও আত্মনির্ভর ভারত: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর দর্শন” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। অনুষ্ঠানটি জাতীয় সঙ্গীত “বন্দে মাতরম” পরিবেশনের মাধ্যমে সূচনা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. সুমন্ত চক্রবর্তী সেমিনারে উপস্থিত সকল অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। তিনি জাতি গঠনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর অবদানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং ত্রিপুরার ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসের সঙ্গে তার তাৎপর্য তুলে ধরেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক শ্রী বি. কে. রায় তাঁর বক্তব্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্যাটেল ছিলেন ৫৬০টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করার অগ্রদূত। একীকরণের সময়কার বিভিন্ন জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেন।
অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলায় জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যোগেশ প্রতাপ সিং ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাদের এমন একটি সংবিধান গ্রহণ করতে হয়েছিল যা ভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভারতীয় ইউনিয়নের ঐক্যের প্রতি বিদ্যমান হুমকিগুলোর মোকাবিলা করতে সক্ষম।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শান্তিনিকেতনে বিশ্ব ভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ইতিহাসকে দ্বৈততা বা সরলরৈখিক কাঠামোর মধ্যে বিচার করা যায় না। তিনি সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার অধিকারী রাষ্ট্রনায়ক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর রাষ্ট্রকৌশলগত দক্ষতার প্রশংসা করেন এবং উল্লেখ করেন যে তাঁর চিন্তাধারা আজও প্রাসঙ্গিক। তবে তিনি এও বলেন যে, জাতি-নির্মাতাদের অবদানকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।
সভাপতির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বিভাস দেব উল্লেখ করেন যে, ভারত ধীরে ধীরে আত্মনির্ভর জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, যা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর সুদূরপ্রসারী দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত। সাম্প্রতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে পৌঁছাবে।
সেমিনারের আহ্বায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক ড. বিন্দু রঞ্জন চাকমা ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। এই দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান ও ত্রিপুরাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিকেরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর দর্শন এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও ত্রিপুরা থেকে ১২০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী এই সেমিনারে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

# নেতৃত্বের অনন্য প্রতীক: রাহুল

জানাই সকলকে।” এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-ও শিবাজি মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, দেশ এক দূরদর্শী নেতা, অসামান্য প্রশাসক, কৌশলী চিন্তাবিদ এবং স্বরাজের অগ্রদূতকে প্রণাম জানাচ্ছে। তাঁর জীবন প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।
এক্স-এ শেয়ার করা এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ শুধু একটি নাম নন। আমাদের কাছে তিনি পূজ্য দেবতুল্য। তিনি স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সুশাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর জীবন আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে।”
প্রতি বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ জয়ন্তী পালিত হয়। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি ইতিহাসে অমর। মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে ১৬৭৪ সালে তিনি ‘ছত্রপতি’ উপাধিতে ভূষিত হন।
বিশেষত মহারাষ্ট্রসহ দেশজুড়ে দিনটি গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। এ বছর পালিত হচ্ছে তাঁর ৩৯৫তম জন্মবার্ষিকী। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের তৃতীয় দিনে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যদিও গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারিই তাঁর জন্মতারিখ হিসেবে স্বীকৃত।

# তুলতে আহ্বান রাজ্যপালের

● প্রথম পাতার পর
বিশিষ্ট সংস্কৃত পন্ডিত ভেঙ্কটরমন গণপতি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তা প্রফেসর মাখলেশ কুমার উপাধ্যায়। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ড. প্রকাশ রঞ্জন মিশ্র।

# পবিত্র রমজান মাস শুরু

● প্রথম পাতার পর
*দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধির এক মহামূল্যবান সময়। এক মাসব্যাপী রোজা পালনের পর আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর।*

# সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি

● প্রথম পাতার পর
হবে বলে জানানো হলেও বাস্তবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে তারা বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব-এর কাছেও বিষয়টি তুলে ধরেন।
বন দপ্তরের তরফে নাকি জানানো হয়েছে, বালিঘাটগুলির কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই ভাইটাল ইস্যু করা যাচ্ছে না। তবে চালকদের বক্তব্য, ঘাটের কাগজপত্রের সমস্যা আমাদের বিষয় নয়। আমাদের গাড়ির সব কাগজ বৈধ। তা সত্ত্বেও কেন ভাইটাল দেওয়া হচ্ছে না?
বিক্ষোভকারীরা জানান, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী শনিবার প্রায় ৪০০ পরিবার একত্রিত হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করবেন। তাদের দাবি, ভাইটাল না দেওয়ার ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন নির্মাণকাজও কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে।
এদিন ধর্নার সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কোনও আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন না বলেও অভিযোগ করেন শ্রমিকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

# অভিযোগ, ক্ষোভ চরমে

● প্রথম পাতার পর
হয়ে আসছেন। একাধিকবার লিখিত আবেদন ও দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। বাধ্য হয়ে স্থায়ী বাসস্থানের দাবিতে আন্দোলনেও সামিল হন তারা।
পরিবারগুলির দাবি, পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় শেষপর্যন্ত তারা দক্ষিণ জয়পুর এলাকায় সরকারের একটি খালি জায়গায় গিয়ে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেন গতকাল। কিন্তু সেখানেও নতুন করে জমিতে জল ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তারা। এতে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে এবং বসবাস আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।
এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন।

# কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

● প্রথম পাতার পর
ধারাবাহিকতায় কমিশন ২০২৫ সালের ৫ জুলাই চিঠি নং ২৩/২০২৫-ইআরএস (ভলিউম দুই) এর মাধ্যমে বিহার বাদে সকল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের এসআইআর পূর্ব-সংশোধন কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তীতে, ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর চিঠির মাধ্যমে কমিশন ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কার্যক্রম ঘোষণা করেছে, যা বর্তমানে চলছে।

# বিজেপি বিকাশ দেববর্মা

● প্রথম পাতার পর
প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন, এডিসিতে বর্তমানে যে দল ক্ষমতায় রয়েছে, আগামী নির্বাচনে তাদের ‘জনসমর্থনের পরীক্ষায়’ উত্তীর্ণ হতে হবে। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তৃণমূল স্তরে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।সভা ঘিরে করবুক বাজার এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি চোখে পড়ে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে ঘিরে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রচার-তৎপরতা ইতিমধ্যেই তীব্র আকার নিচ্ছে, এবং করবুকের এই জনসভা তারই এক উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত।

# থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
রাজভাষা বাস্তবায়নে উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তর, ব্যাংক ও সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি সেরা কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত নগর রাজভাষা কার্যনির্বাহী সমিতিগুলিকে ‘নারাকাস রাজভাষা সম্মান’ প্রদান করা হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মোট ৮০টি পুরস্কার দেওয়া হবে, বলেন তিনি।
তাঁর দাবি, উদ্বোধনী অধিবেশনে রাজভাষা বিভাগের প্রকাশনা রাজভাষা ভারতী-র পূর্বোত্তর বিশেষ সংখ্যা উন্মোচন করা হবে। একই সঙ্গে ‘ভারতীয় ভাষা ও রাজভাষা হিন্দি --- কালজয়ী কৃতি’ এবং ‘অমৃতবাণী সংস্কৃতের প্রেরণাদায়ী শ্লোক’ শীর্ষক গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, দেশের ভাষাগত ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে বই প্রকাশকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র উদ্যোগে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে বহুভাষিক অনুবাদ ব্যবস্থা ‘ভারতী’ও উন্নত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হিন্দি ও সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দূরত্ব কমানো এবং আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বাড়ানো।
তিনি জানান, সম্মেলনস্থলে বিভিন্ন ব্যাংক, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রদর্শনী স্টল থাকবে, যেখানে রাজভাষা সংক্রান্ত নতুন উদ্যোগ তুলে ধরা হবে। আধিকারিকদের সুস্থ জীবনযাপন উৎসাহিত করতে একই দিনে বিকেল ৪টা থেকে আন্তর্জাতিক ইনডোর এক্সিবিশন সেন্টার হাপানিয়ায় যোগ সেশন আয়োজন করা হয়েছে।
এতে সহজ যোগাসন, প্রণায়াম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করানো হবে।
তিনি জানিয়েছেন, রাজভাষা হিন্দি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হলেও ভারতের বহুভাষিক ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই অন্তর্ভুক্তিমূলক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজভাষা নীতির সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

# পারেনি প্রশংসায় মুখর ম্যাক্রোঁ

● প্রথম পাতার পর
পেমেন্ট গ্রহণ করছেন। এটি শুধু প্রযুক্তির গল্প নয়, এটি এক সভ্যতার গল্প। ভারত ১৪০ কোটির মানুষের জন্য ডিজিটাল পরিচয় তৈরি করেছে, যা আর কোনও দেশ করেনি, বলেন তিনি।
ভারতের ডিজিটাল অবকাঠামোর বিস্তৃতি তুলে ধরে ম্যাক্রোঁ জানান, দেশে এমন একটি পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা প্রতি মাসে ২০ বিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ করে। পাশাপাশি ৫০ কোটিরও বেশি ডিজিটাল হেলথ আইডি জারি করা হয়েছে। গত বছর প্যারিসে আয়োজিত এআই অ্যাকশন সামিট-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ফ্রান্স ও ভারত যৌথভাবে এমন একটি দিশা নির্ধারণ করেছিল, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবতার কল্যাণে ব্যবহৃত হবে, স্বাস্থ্য, শক্তি, পরিবহণ, কৃষি ও জনসেবায় পরিবর্তন আনতে। তিনি আরও বলেন, এআই এখন কৌশলগত প্রতিযোগিতার একটি বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এবং বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি আরও শক্তিশালী হয়েছে। তবে উদ্ভাবন, স্বাধীনতা ও কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের পথও উন্মুক্ত রয়েছে। ম্যাক্রোঁ উল্লেখ করেন, ভারত ছোট ও নির্দিষ্ট কাজভিত্তিক ভাষা মডেল তৈরি করে এবং স্টার্টআপগুলিকে সহায়তা দিতে ৩৮ হাজার সরকার-অর্থায়িত জিপিইউ সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করে নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছে। বক্তৃতার শেষে তিনি আবার মুম্বইয়ের পথবিক্রেতার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, একসময় বিশ্ব বলেছিল ১৪০ কোটির মানুষকে ডিজিটাল অর্থনীতির আওতায় আনা সম্ভব নয়। ভারত সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করেছে। আজ কেউ কেউ বলছে, এআই কেবল বড় শক্তিধরদের খেলা। কিন্তু ভারত, ফ্রান্স ও ইউরোপ উদ্ভাবন ও দায়িত্ববোধকে একসঙ্গে নিয়ে এআই-এর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। তিনি উপসংহারে বলেন, প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিকতার সমন্বয় ঘটিয়েই ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে, আর সেই ভবিষ্যৎ গঠনে ভারত ও ফ্রান্স একসঙ্গে কাজ করবে।

# কাঠামোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর
এআই দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে “এম’ মানে নৈতিক ও মানবমূল্যভিত্তিক ব্যবস্থা, ‘এ’ মানে জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা যেখানে ডেটার মালিকানার অধিকার নিশ্চিত হবে, ‘এন’ মানে সবার জন্য সহজপ্রাপ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এআই, ‘এ’ মানে আইনসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রযুক্তি এবং ‘ভি’ মানে মানবকল্যাণকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ধরা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ যন্ত্র নয়, মানবিক মূল্যবোধই নির্ধারণ করবে।
স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, এআই গোপনে নয়, উন্মুক্ত ও যৌথ উদ্ভাবনের মাধ্যমে এগোলে তবেই তা বৈশ্বিক কল্যাণে কাজ করবে। ডিপফেক ও ভুয়ো ডিজিটাল কনটেন্টের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেমন খাদ্যে পুষ্টি-লেবেল থাকে, তেমনই ডিজিটাল কনটেন্টেও সত্যতা-লেবেল থাকা উচিত, যাতে মানুষ বুঝতে পারে কোনটি বাস্তব আর কোনটি এআই-নির্মিত। শিশু সুরক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ কেউ এআই-এ ভয় দেখেন, কিন্তু ভারত এআই-এ সুযোগ ও ভবিষ্যৎ দেখে। তিনি জানান, এই সামিটে তিনটি ভারতীয় সংস্থা তাদের নিজস্ব এআই মডেল ও অ্যাপ চালু করেছে, যা দেশের তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রতিফলন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যুবক যুবতী বসবাস করেন। এদেশ প্রযুক্তিকে দ্রুত শিখতে এবং ব্যবহার করতে সক্ষম। ভারত নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশ্বের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়। আমাদের যুব সম্প্রদায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে গ্রহণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উদ্যম প্রদর্শন করছে।
তিনি আরও বলেন, ভারত শুধু নিজের জন্য নয়, সমগ্র দক্ষিণী বিশ্বের জন্যও এই সম্মেলন একটি গর্বের বিষয়। ১০০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুব সমাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কৃষি, নিরাপত্তা এবং বহুভাষিক ব্যবস্থাপনাসহ নানা ক্ষেত্রে কীভাবে দক্ষতা অর্জন করছে।
প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিটি শতাব্দীতে কিছু বিশেষত্ব থাকে, যা সভ্যতার গতি নির্ধারণ করে। আগুন আবিষ্কার, লেখা শেখা বা ওয়্যারলেস যোগাযোগের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন এমনই এক পরিবর্তনের সূচনা করছে। তিনি বলেন, আজ আমরা কেবল প্রাথমিক প্রভাবই দেখছি। মেশিন লার্নিং থেকে লার্নিং মেশিন পর্যন্ত প্রযুক্তি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত, ভবিষ্যতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারব।
শীর্ষ সম্মেলনের মূল থিম ‘সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়’ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এআই মানবজাতির জন্য তথ্যভাণ্ডার হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ক্ষমতায়নমূলক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তিনি এম-এ-এন-এ-ভি নীতি উপস্থাপন করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেমন ইন্টারনেট বহু দশক আগে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল, তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও আগামীদিনে নতুন সুযোগ তৈরি করবে। মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একযোগে কাজ করে নতুন উদ্ভাবন ও শিল্পের জন্য বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, ভারত এআইকে ‘কৌশলগত সম্পদ’ হিসেবে গোপনে ব্যবহার করছে না। আমরা বিশ্বাস করি, প্রযুক্তি সকলের জন্য উন্মুক্ত হতে হবে। কোড ওপেন করার মাধ্যমে সুরক্ষা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডিপ-ফেক এবং ফেব্রিকেটেড কন্টেন্টের কারণে এখন এআই-এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ওয়াটারমার্কিং এবং কন্টেন্ট উৎস সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়েও সচেতন থাকা প্রয়োজন।
তিনি ঘোষণা করেন, এই সম্মেলনে তিনটি ভারতীয় সংস্থা তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল ও অ্যাপ প্রকাশ করেছে। ভারত সেমি-কন্ডাক্টর, চিপ তৈরি এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এই পরিবেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিশ্বস্ত এবং মানব-কেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ তৈরি করা। সকলে মিলে কাজ করলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজাতির সম্ভাবনাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

# রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর
গঠন করে সব অংশের মানুষের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা উচিত ছিল। তিনি অভিযোগ করেন, ওয়ার্ড বিন্যাসের সিদ্ধান্তের পর তিপ্রা মথার শীর্ষ নেতৃত্ব জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নগর পঞ্চায়েত গঠনের বিরোধিতা করে এডিসি এলাকার ৩০ শতাংশ অন্তর্ভুক্তির দাবি তোলে। যদিও জেলা প্রশাসন জানায়, প্রস্তাবিত নগর পঞ্চায়েতে এডিসির কোনও এলাকা নেই এবং সংশ্লিষ্ট বিধায়ক ও এমডিসি বৈঠকে উপস্থিত থেকে সহমত পোষণ করেছিলেন। এই অবস্থানকে “দ্বিচারিতা” বলে কটাক্ষ করেন কংগ্রেস মুখপাত্র।
এছাড়াও এদিন এডিসি এলাকায় জমি হস্তান্তর, বনাধিকার আইন সংশোধন এবং গ্রাম কমিটির ক্ষমতা হ্রাস প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রের সরকারকে দায়ী করেন। তাঁর অভিযোগ, এডিসিতে ক্ষমতাসীন তিপ্রা মথাও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি বাতিল করে দেওয়ায় যথেচ্ছভাবে জমি হস্তান্তরের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
তিনি আরও দাবি করেন, বহু মূল্যবান জমি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আইন মানা হয়নি। যদিও এসব অভিযোগের স্বপক্ষে তিনি নির্দিষ্ট সরকারি নথি পেশ করেননি।

ককবরক লিপি বিতর্ক ও শিক্ষানীতি

ককবরক ভাষায় রোমান লিপি চালুর দাবিতে আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, পরীক্ষা মরসুমে এই ইস্যু তুলে ধরা ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৮৯৭ সালে দৌলত আহমেদ এবং ১৮৯৯ সালে রাধামোহন ঠাকুর (দেববর্মণ) ককবরক ব্যাকরণ রচনা করেন এবং দীর্ঘদিন বাংলা লিপিতেই তা চর্চিত হয়েছে।
লিপি বিতর্ক নিরসনে ভাষাবিদ পবিত্র সরকার-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের মতামত ছিলবাংলা বা রোমান, কোনও লিপিই চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়; সিদ্ধান্ত আদিবাসী সমাজের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।
তিনি অভিযোগ করেন, এডিসিতে ক্ষমতাসীন থাকার পরও সংশ্লিষ্ট দল ককবরক লিপি বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি। পাশাপাশি ২০২০ সালের নতুন শিক্ষানীতি ও স্কুল একত্রীকরণের ফলে পাহাড়ি এলাকায় স্কুল দূরে সরে যাওয়ায় ড্রপ-আউট বাড়ছে বলেও দাবি করেন তিনি।
সাম্প্রতিক সময়ে শাসক জোটের শরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দুর্নীতির অভিযোগ এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিষয়েও সরব হন কংগ্রেস মুখপাত্র। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং শরিক দলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেও তার কোনও কার্যকরী ফল দেখা যাচ্ছে না।
বিশেষ করে সাংবাদিকদের উপর হামলা, আদালত প্রাঙ্গণে হুমকি, সংবাদপত্র সম্পাদকদের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ ও জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন তিনি। গণতন্ত্রের “চতুর্থ স্তম্ভ”-এর স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান প্রবীর চক্রবর্তী।
সমগ্র পরিস্থিতিতে আদিবাসী সমাজের তরুণ প্রজন্ম ও শান্তিকামী রাজ্যবাসীর কাছে বিষয়গুলি বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের ওপর জোর দেন। উল্লেখ্য, উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দল বা সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

Page 3_5_7- JAGARAN (1).pmd 3 20-02-2026, 01:39

## রাজস্থানে অপ্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ধাপে ধাপে প্রত্যাহার, ব্যবসা ও নাগরিক পরিষেবা সহজীকরণে উদ্যোগ

জয়পুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা-র নেতৃত্বে রাজস্থান সরকার 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' ও 'ইজ অফ লিভিং' বাড়াতে অপ্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রক বোঝা কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন এক শীর্ষ আধিকারিক। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমি ব্যবহার, বিল্ডিং ও নির্মাণ, শ্রম, ব্যবসায়িক লাইসেন্স এবং জনউপযোগী পরিষেবা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিয়ম ও প্রক্রিয়া সরলীকরণের কাজ চলছে। মুখ্যসচিব ভি. শ্রীনিবাস-র নির্দেশনায় একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু জমির ক্ষেত্রে ভূমি রূপান্তরের বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়ে প্রক্রিয়াগত বিলম্ব কমাতে অন্ধ্রপ্রদেশ মডেল পর্যালোচনা করা হবে। বিল্ডিং বাইলজ ও মাস্টার প্ল্যানে সংশোধন আনার প্রস্তাব রয়েছে, যাতে 'যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ নয়, তা অনুমোদিত'এই নীতিতে স্বয়ংক্রিয় মিশ্র ভূমি ব্যবহার চালু করা যায়। অঞ্চলভিত্তিক নিষিদ্ধ কার্যকলাপের তালিকা নির্দিষ্ট করে স্বচ্ছতা বাড়ানো হবে। শিল্পাঞ্চলে ফাঁকা জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিল্প জমি বরাদ্দ নীতি শিথিল করার পরিকল্পনাও রয়েছে। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন গড়ে তোলা এবং বর্জ্যজল শোধনাগার ও অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো অবকাঠামোতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ উৎসাহিত করার প্রস্তাব রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বিল্ডিং বাইলজ ও অগ্নি-নিরাপত্তা বিধি হালনাগাদ করা হবে, উচ্চতা ও সেটব্যাক সংক্রান্ত বিধিনিষেধ যুক্তিযুক্ত করা হবে। অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করতে বিল্ডিং ও নির্মাণ ছাড়পত্র, শিল্প অনুমোদন এবং স্বাস্থ্য দফতরের লাইসেন্সের জন্য একক যোগাযোগ কেন্দ্র (নোডাল এজেন্সি) নির্ধারণের চিন্তাভাবনা চলছে। শিল্প দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে, যেখানে বিদ্যুৎ, নগরোন্নয়ন, স্থানীয় স্বশাসন, শ্রম এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। তাঁদের কাজ হবে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া যুক্তিযুক্ত করা এবং পুনরাবৃত্ত অনুমোদন বাতিল করা। দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক 'ডিমড লাইসেন্সিং'-এর মাধ্যমে আজীবন নিবন্ধনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা ব্যবসা পরিচালনার অনুমতিও দেওয়া হতে পারে। ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া স্ব-ঘোষণার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় অনুমোদনের মাধ্যমে সহজ করা এবং কম ঝুঁকির ক্ষেত্রে পরিদর্শন কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রেও স্ব-ঘোষণার ভিত্তিতে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।

শিল্প বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে সিঙ্গল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে, যাতে প্রকল্প অনুমোদনের সময়সীমা কমে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে বিনিয়োগ বাড়ে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) জন্য সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারের একীভূত রাজ্য-স্তরের ডিরেক্টরি তৈরি করা হবে। পাশাপাশি সমস্ত রাজ্য আইন, বিধি, নিয়ম ও সরকারি আদেশের একটি কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল রিপোজিটরি গড়ে তোলা হবে, যাতে সহজে তথ্যপ্রাপ্তি ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত হয়। এই সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্র সরকারের খসড়ার ভিত্তিতে একটি আইন আনার পরিকল্পনাও রয়েছে, যেখানে রাজ্য-নির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন চাওয়া হবে। উল্লেখ্য, এর আগেই রাজস্থান সরকার রাজস্থান পাবলিক ট্রাস্ট (বিধান সংশোধন) আইন প্রণয়ন করেছিল। ২০২৬—২৭ সালের রাজ্য বাজেটে 'রাজস্থান পাবলিক ট্রাস্ট আইন ২.০'-এর ঘোষণাও করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও জনঅংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে বৃহত্তর প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রক সংস্কারের অংশ।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## 'সেভেন সিস্টার্স' মন্তব্য ঘিরে সতর্কতা, জঙ্গি তৎপরতা ফের বাড়ার আশঙ্কা নিরাপত্তা সংস্থার

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বাংলাদেশে তারেক রহমান-এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম মেয়াদ শুরু হওয়ার পর নয়াদিল্লির নজর এখন ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশের দিকে। প্রাথমিক ইঙ্গিত ইতিবাচক হলেও, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস-এর বিদায়ী ভাষণে 'সেভেন সিস্টার্স' প্রসঙ্গ তোলাকে ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। তাদের আশঙ্কা, এতে উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি তৎপরতা ফের মাথাচাড়া দিতে পারে।

রহমানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও, 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬' এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন-এর সঙ্গে বৈঠকের কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, রহমান ভারত-সংলগ্ন সুসম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও, ইউনুস তাঁর বিদায়ী ভাষণে নেপাল, ভুটান এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে 'সেভেন সিস্টার্স' হিসেবে উল্লেখ করে অর্থনৈতিক সংহতির প্রসঙ্গ তোলেন। গোয়েন্দা আধিকারিকদের মতে, এই মন্তব্য উদ্বেগজনক। অতীতে উত্তর-পূর্বের একাধিক জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে কার্যকলাপ চালিয়েছিল। ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে, যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় ছিল, তখন এই সমস্যা প্রকট হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘদিনের বিদ্রোহ দমন করে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এনেছে ভারত। এমন সংবেদনশীল অঞ্চল নিয়ে মন্তব্যকে 'উসকানিমূলক' বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি করিডর, যা 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত, তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই করিডরই উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূল ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে।

এছাড়াও সীমান্তবর্তী এলাকায় জামাতের প্রভাব বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, সীমান্ত সংলগ্ন একাধিক কেন্দ্রে জামাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে সেখানে উগ্রপন্থী মতাদর্শ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। ফলে অতীতে ভেঙে দেওয়া জঙ্গি পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

যদিও এক শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য, ভারত সীমান্তে সতর্ক রয়েছে এবং আগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সহজ হবে না। তবু সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে এবং জঙ্গি পরিকাঠামো পুনর্গঠন রুখতে ঢাকার সঙ্গে নিয়মিত কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে বলেই মনে করছে নয়াদিল্লি।

## বেঙ্গালুরু আবর্জনা বিতর্ক: ট্রাক আটকালে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকায় ময়লা পরিষ্কার হবে না, হুঁশিয়ারি ডি.কে. শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বেঙ্গালুরুতে নির্দিষ্ট ডাম্পিং সাইটে আবর্জনা ফেলতে গার্বেজ ট্রাক আটকে দেওয়ার ঘটনায় কড়া বার্তা দিলেন কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যে বিধায়ক গার্বেজ ট্রাক আটকে দেবেন, সেই বিধানসভা এলাকায় সরকার আর ময়লা পরিষ্কার করবে না।

বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "ওরা যদি গার্বেজ ট্রাক ঢুকতে না দেয়, তাহলে আমরা সেই এলাকায় আবর্জনা তুলব না। মাইকিং করে ঘোষণা করা হবে। আমাদের কি তাদের পায়ে ধরতে হবে?"

উল্লেখ্য, বিজেপি বিধায়কদের একাংশ তাঁদের বিধানসভা এলাকায় নির্দিষ্ট ডাম্পিং সাইটে আবর্জনা ফেলতে গার্বেজ ট্রাক ঢুকতে বাধা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই প্রেক্ষিতেই শিবকুমারের এই মন্তব্য।

তিনি জানান, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানেই ফেলা হবে এবং বর্তমানে যে সাইটগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি পূর্ববর্তী সরকার এবং বর্তমান সরকারউভয়ের আমলেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। "এই সিদ্ধান্ত তাদের (বিরোধী) সময়েও নেওয়া হয়েছে, আমাদের সময়েও হয়েছে। আমরা পর্যাপ্ত তহবিল দিয়েছি। কত দেব? হাজার হাজার কোটি টাকা দেওয়া সম্ভব নয়," বলেন তিনি।

উপমুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ধাপে ধাপে ৩০ কোটি বা ৫০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সকলেরই বোঝা উচিত। তিনি বলেন, আরও চারটি নতুন ডাম্পিং সাইট চিহ্নিত করার পরিকল্পনা রয়েছে, তবে জমি-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বিলম্ব হচ্ছে। ইতিমধ্যে দু'টি প্রস্তাবিত সাইটের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

বেঙ্গালুরুর মহাদেবপুরা এলাকার প্রসঙ্গ টেনে শিবকুমার প্রশ্ন তোলেন, "এই আবর্জনা কার? জনগণেরই তো। মহাদেবপুরায় গার্বেজ ট্রাক আটকানো হয়েছে। আমরা যদি নির্দেশ দিই যে ওই এলাকা থেকে ময়লা তোলা হবে না, তাহলে কী হবে? তবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব।"

এর আগে বুধবার কর্ণাটক বিজেপি সভাপতি ও বিধায়ক বি. ওয়াই. বিজয়েন্দ্র শিবকুমারের 'ফাঁকা হুমকি'তে ভীত নন বলে জানান। এ নিয়ে কর্ণাটক বিজেপি ও কংগ্রেস সরকারের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বুধবারই শিবকুমার বিরোধীদের 'ব্ল্যাকমেল'-এর অভিযোগ তোলেন এবং বলেন, প্রয়োজন হলে বিজেপি কার্যালয় ও নেতাদের বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলে দেওয়া হতে পারে।

অসম সফর প্রসঙ্গে তিনি জানান, একাধিক বৈঠকের পর নির্বাচনী কৌশল চূড়ান্ত হয়েছে। তিনি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা, প্রাক্তন ছত্তীসগঢ় মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল-সহ দলের নেতারা প্রচারে যোগ দিতে অসমে যাচ্ছেন। সফরকালে তিনি কামাখ্যা মন্দির-এ পুজো দেওয়ার কথাও জানান।

এছাড়া আরটিসি কর্মীদের আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে শিবকুমার তাঁদের পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি বুঝে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত।

## তরুণদের মধ্যে বাড়ছে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যু, উচ্চপর্যায়ের বৈজ্ঞানিক কমিটির দাবি অশোক গেহলটের

জয়পুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজস্থানে তরুণ ও শিশুদের মধ্যে হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে উচ্চপর্যায়ের বৈজ্ঞানিক তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানালেন কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গেহলট বলেন, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুলাই-সহ একাধিক বিধায়ক যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুতর। সুস্থ-সবল তরুণ এমনকি চিকিৎসকদেরও আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় সমাজে ভয় ও সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আন্তর্জাতিক স্তরে টিকা-সংক্রান্ত বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যেমন অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ডের সঙ্গে যুক্ত 'থ্রম্বোসিস উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া সিন্ড্রোম' (টিটিএস) নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে গেহলট বলেন, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর রিপোর্টে সরাসরি কোনও সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। তবে লং কোভিড ও টিকার হৃদ্‌রোগজনিত প্রভাব নিয়ে বিশ্বজুড়ে এখনও গবেষণা চলছে।

তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক তদন্তের মাধ্যমে জনগণের সংশয় দূর করা সরকারের দায়িত্ব। গেহলট স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর সরকারের আমলে ২০২৩ সালের রাজ্য বাজেটে রাজস্থান স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (আরইউএইচএস)-এ পোস্ট-কোভিড পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ার ঘোষণা করা হয়েছিল, যাতে কোভিড-পরবর্তী জটিলতা নিয়ে গবেষণা করা যায়। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই কেন্দ্র চালু করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

## তেলিয়ামুড়ায় ৪২ কৃষকের হাতে পাওয়ার উইডার ও স্প্রেয়ার তুলে দিল কৃষি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা কার্যালয়ে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ৪২ জন কৃষক বেনিফিসিয়ারির হাতে পাওয়ার উইডার ও পাওয়ার স্প্রেয়ার তুলে দেওয়া হয়। কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন এবং কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপা দেব, ভাইস চেয়ারপার্সন নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক রিতেশ দে সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। কৃষকদের যাতে ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে চরম পথ বেছে নিতে না হয়, সে লক্ষ্যেই কৃষি দপ্তর একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তোলা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিকে লাভজনক পেশায় পরিণত করার উদ্দেশ্যেই আধুনিক কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

বিধায়িকা উল্লেখ করেন, পাওয়ার উইডার ও পাওয়ার স্প্রেয়ারের মতো আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে কৃষিকাজ আরও সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। এতে সময় ও শ্রম দুটোই কমবে এবং উৎপাদন বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি কৃষকদের সরকারি সুযোগ-সুবিধার সঠিক ব্যবহার করে উন্নত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও আশাবাদের সঞ্চার করে। উপস্থিত কৃষকরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার দাবি জানান।

## ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা পুর নিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক কুমার মজুমদার। এদিন ওয়ার্ডের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কর্পোরেটরসহ পুর নিগমের অন্যান্য আধিকারিকরা। চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, বাকি কাজের বর্তমান অবস্থা এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মেয়র দীপক কুমার মজুমদার জানান, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ ইতিমধ্যেই মঞ্জুর হয়েছে, সেগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাকি কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এলাকাটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এলাকা পরিদর্শন করে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নমূলক কাজগুলির দ্রুত বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে জানান মেয়র। পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, রাস্তা সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং আলো সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসন তৎপরতা বাড়িয়েছে।

## চাকমা ঘাটে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু 'হাথকার্ঘা মেলা—রাজ্য হ্যান্ডলুম এক্সপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা সরকারের হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফস ও সেরিকালচার অধিদপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই জেলার চাকমা ঘাট খোয়াই নদী ব্যারেজ প্রাঙ্গনে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ১৪ দিনব্যাপী 'হাথকার্ঘা মেলা—রাজ্য হ্যান্ডলুম এক্সপো ২০২৫-২৬'। এই মেলাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং হ্যান্ডলুম দপ্তরের ডিরেক্টর অজিত শুক্ল দাস সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

দুই দিনব্যাপী এই প্রস্তুতি বৈঠকে মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে একাধিক উপকমিটি গঠন, স্টল বিন্যাসের পরিকল্পনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, সাংস্কৃতিক কর্মসূচির রূপরেখা নির্ধারণ এবং স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা, আলোকসজ্জা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা হয়।

বৈঠকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, হস্তত়াঁত ও হস্তশিল্প কেবলমাত্র রাজ্যের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নয়, তা গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম শক্ত ভিত্তি। এই মেলার মাধ্যমে রাজ্যের কারিগর ও শিল্পীদের তৈরি সামগ্রী বৃহত্তর বাজারে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাঁদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ১৪ দিনব্যাপী এই রাজ্য হ্যান্ডলুম এক্সপোতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁতি ও হস্তশিল্পীরা তাঁদের নানাবিধ পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন। মেলাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে।

## ১০ দিনের মধ্যেই শেষ হবে কোপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বিধানসভায় ঘোষণা অসম মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আগামী ১০ দিনের মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কোপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে বৃহস্পতিবার অসম বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বাজেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। পাশাপাশি কোপিলি প্ল্যান্টে অতিরিক্ত ২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার মেরামতি ও পুনরুদ্ধারের কাজও চলছে। রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ পরিকাঠামো শক্তিশালী করাকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বর্তমান সরকারের প্রথম তিন বছরে ৫৫ হাজার সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। মূলত শিক্ষা দফতরে এই নিয়োগগুলি করা হবে, যাতে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা যায় এবং শিক্ষক-সংকট দূর হয়।

বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০টি জাপানি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল জাগিরোড সফরে আসবে। ওই সংস্থাগুলি সেখানে শিল্প ইউনিট স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, জাগিরোড ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, যা স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন খাতকে চাঙ্গা করবে।

## কাঁকড়াবন ডায়েট কলেজে এলটিএম প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা উৎসাহ-উদ্দীপনায় সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: কাঁকড়াবন ডায়েট কলেজে একদিনব্যাপী লার্নিং টিচিং ম্যাটেরিয়্যাল (এলটিএম) প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং পাঠদানকে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় করে তোলার দক্ষতা বিকাশের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরচন্দ্র দেববর্মা, অতিরিক্ত অধিকর্তা, রাজ্য এসসিইআরটি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগর দেববর্মা, উপ-অধিকর্তা, রাজ্য এসসিইআরটি এবং কাঁকড়াবন ডায়েট কলেজের অধ্যক্ষ সমীর দেববর্মা। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও গবেষণামূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ উপকরণ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রদর্শনীতে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রাথমিক স্তরের কার্যভিত্তিক শিক্ষার ওপর নির্মিত বিভিন্ন মডেল, চার্ট, কার্যকরী টিচিং এইড ও ডিজিটাল উপকরণ প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী নিজ নিজ প্রস্তুতকৃত এলটিএম নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। উপকরণগুলোর মধ্যে স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার, স্বল্প ব্যয়ে নির্মাণ এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল।

প্রদর্শনীর বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিহির দত্ত, প্রিন্সিপাল ইনচার্জ, ডায়েট কাঞ্চনপুর এবং অন্তরিপা চক্রবর্তী, পিজিটি, কাঁকড়াবন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিচারকমণ্ডলী উপকরণের মৌলিকতা, ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতা, শিক্ষাগত উদ্দেশ্য পূরণ এবং উপস্থাপনার মানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করেন। তাঁরা অংশগ্রহণকারীদের ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ উপকরণ তৈরির পরামর্শ দেন।

সমাপনী পর্বে নির্বাচিত সেরা উপস্থাপনাগুলিকে পুরস্কৃত করা হয় এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করে তোলে এবং সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## গোমতী জেলায় শ্রেষ্ঠ আশা ফ্যাসিলিটেটরদের দেওয়া হচ্ছে ব্যাটারিচালিত সাইকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও গতিশীল করতে এবং কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি জানাতে গোমতী জেলার শ্রেষ্ঠ আশা ফ্যাসিলিটেটরদের হাতে ব্যাটারি চালিত সাইকেল তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হলো। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো "সম্মুখ সারির স্বাস্থ্যযোদ্ধাদের" ক্ষমতায়ন করা, যারা সাধারণ মানুষের সাথে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন।

সামনের দিকে ঝুড়ি এবং মজবুত ফ্রেমের এই ই-সাইকেলগুলি ফ্যাসিলিটেটরদের পাহাড়ি ও দুর্গম পথে যাতায়াত অনেক সহজ করে দেবে। যাতায়াতের সময় কমলে এবং শারীরিক পরিশ্রম লাঘব হলে তারা আরও বেশি বাড়িতে ভিজিট করতে পারবেন এবং গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের সঠিক সময়ে সহায়তা পৌঁছে দিতে পারবেন।

আশা ফ্যাসিলিটেটরদের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসা করেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কমল রিয়াং বলেন, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি এবং ১০০ শতাংশ টিকাকরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। ডা. রিয়াং আরও বলেন, এই সাইকেলগুলি কেবল পুরস্কার নয়, এটি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। পরিবেশবান্ধব যানের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আধুনিক করে তুলছি।

উপকারভোগী আশা ফ্যাসিলিটেটরদের মধ্যে একজন সাবিত্রী জমাতিয়া এই উদ্যোগে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। সাবিত্রী দেবীর মতে, ব্যাটারি চালিত এই সাইকেলগুলি বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দূরবর্তী পাড়াগুলিতে যাতায়াত অনেক সুবিধাজনক করে তুলবে। গ্রিন এনার্জি লক্ষ্যমাত্রার অধীনে তৃণমূল স্তরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

## খয়েরপুরের পশ্চিম নোয়াবাদীতে স্কুল-মাঠের পাশ থেকে উদ্ধার মদের বোতল, উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: নেশা কেবল একজন ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না, বরং পুরো পরিবার ও সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়এমন উদ্বেগজনক প্রেক্ষাপটে শহরতলির খয়েরপুরের পশ্চিম নোয়াবাদী এলাকায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। পশ্চিম নোয়াবাদী উচ্চ বিদ্যালয় এবং সংলগ্ন খেলার মাঠের পাশেই পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে প্রচুর মদের বোতল ও বিভিন্ন ধরনের মাদকজাতীয় সামগ্রী। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন যেই পথ দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসে এবং যেই মাঠে তারা খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করতে যায়, সেই স্থানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে কাঁচের বোতল ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের চিহ্ন। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, অন্যদিকে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। মাঠে পড়ে থাকা ভাঙা কাঁচের বোতলে শিশুদের আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা।

উল্লেখ্য, এই মাঠে নিয়মিতভাবে শিশু-কিশোরদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টসহ বিভিন্ন ক্রীড়া কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও প্রবীণ ব্যক্তিরাও অবসর সময় কাটাতে এখানে আসেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিসরে নেশাজাতীয় সামগ্রীর উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

সুস্থ ও সবল সমাজ গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীমএটি যেমন শারীরিক সক্ষমতা বাড়ায়, তেমনি মানসিক বিকাশ ও শৃঙ্খলাবোধ গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু খেলার মাঠ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যদি এ ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করে, তবে তা আগামী প্রজন্মের জন্য নেতিবাচক বার্তা বয়ে আনবে বলেই মত স্থানীয়দের।

এই সামাজিক অবক্ষয় রোধে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ক্লাব, ক্রীড়াপ্রেমী এবং প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী। দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও নজরদারি জোরদারের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

## বিশ্রামগঞ্জে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ১৯১ তম জন্মতিথি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি: বিশ্রামগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯১ তম শুভ জন্মতিথি উদযাপন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভোর ৫:৩০ মিনিটে মঙ্গলারতি দিয়ে শুরু হয় ঠাকুরের ১৯১ তম শুভ জন্মতিথি। সকাল ৯ টায় শুরু হয় বিশেষ পূজা। বেলা বারোটায় ভোগারতি সাড়ে বারোটায় ভক্তবৃন্দদের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান বেলা দেড় টায় ঠাকুরের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা এবং বেলা দুইটা থেকে এলাকার ১০০০ ভক্ত বৃন্দ দের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যা পাঁচটায় আরতি এবং ফাঁকে ফাঁকে ঠাকুরের গান ও পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তবৃন্দদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ঠাকুরের ১৯১ তম শুভ জন্মতিথি মহাসমারোহে উদযাপন করা হয়। ১৯৭৫ সালে বিশ্রাম গঞ্জে জাতীয় সড়কের পাশে স্থাপিত হয়েছে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। প্রত্যেক বছর ধুমধাম করে উদযাপন করা হয় ঠাকুরের জন্মতিথি। এই জন্মতিথি উদযাপনের আগে গঠিত হয়েছে প্রস্তুতি কমিটি। প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন সূর্য কুমার দাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 20-02-2026, 01:30

# পাক ডাগ আউটে কোচ-অধিনায়ক ঝগড়া ! রাগে জলের বোতল ছুড়ে ফেললেন সলমন, নির্বাক দর্শক বাবর

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে উঠেছে পাকিস্তান। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয় পেয়েছেন সলমন আলি আঘারা। সুপার এইটে ওঠার আনন্দ থাকলেও পাক শিবিরের সব কিছু ঠিক নেই। ভারতের কাছে হারের পর থেকেই সলমনদের শিবিরে অশান্তি শুরু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছিল। বুধবার পাকিস্তান-নামিবিয়া ম্যাচের পর দেখা গিয়েছে অশান্তির দৃশ্য।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন সলমন। ওপেনার সাইম আয়ুব (১৪) ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বলে আউট হতেই মেজাজ হারান পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন। উত্তেজিত ভাবে পাশে বসা অধিনায়ক সলমনকে কিছু বলতে দেখা যায় তাঁকে। কোচের কথায় বিরক্ত হন সলমন। তাঁকে পাল্টা কিছু বলতে দেখা যায়। দু'জনের মধ্যে প্রায় কথা কাটাকাটি হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। হেসন চেয়ার ছেড়ে উঠে আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলেন অধিনায়ককে। তার পর সলমন রাগে জলের বোতল ছুড়ে ফেলে দেন। অধিনায়কের এমন আচরণে বিস্মিত হন হেসন।

কোচ-অধিনায়কের বিবাদের সময় তাঁদের মাঝের আসনে প্যাড পরে বসেছিলেন বাবর আজম। তিনি মুখে কিছু না বললেও দু'জনের ঝগড়া দেখছিলেন। তাঁর মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি দেখা গিয়েছে সে সময়। পাক শিবিরের এই অশান্তির ঘটনা দেখা গিয়েছে টেলিভিশনের পর্দায়। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিয়ো।

ভারতের কাছে হারের পর বাবর এবং শাহিন আফ্রিদির পারফরম্যান্স নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়। দুই সিনিয়র ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়া দাবি ওঠে পাকিস্তানে। দলকে কড়া বার্তা দেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভিও। বুধবার নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলানো হয়নি শাহিনকে। বাবর প্রথম একাদশে থাকলেও তাঁকে ব্যাট করতে পাঠানো হয়নি। ব্যাটিং অর্ডারে ক্রমশ নীচে নামানো হয়েছে প্রাক্তন অধিনায়ককে।

নামিবিয়া ম্যাচ জেতার পরেই প্রাক্তনদের তোপ দেগেছেন শাদাব। বলেছেন, "আমাদের প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা পাকিস্তানের ক্রিকেটে অনেক অবদান রেখেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁরাও বিশ্বকাপে ভারতকে হারাতে পারেননি। আমরা ২০২১ বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়েছি। আমাদের কিংবদন্তিরা সেটা পারেননি।"

# অভিষেকের খারাপ ফর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন নন, তবে 'দায়িত্বের' কথা মনে করালেন সূর্য, সকলের কাছ থেকে অবদান চান ভারতের অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একেবারেই ছন্দে নেই অভিষেক শর্মা। যে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন সব ক'টিতেই শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ওপেনারের ফর্ম নিয়ে বিশেষ চিন্তিত না হলেও দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিলেন সূর্যকুমার যাদব। তিনি জানিয়েছেন, দলের জয়ে তিনি সকলের থেকে অবদান চান। নেদারল্যান্ডসকে হারানোর পর সঞ্চালক রবি শাস্ত্রী প্রশ্ন করেন শুরুর দিকে উইকেট হারানো নিয়ে। এ দিন অভিষেক ফেরার পর ঈশানও বেশি ক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। সূর্য বলেন, "হয়তো পরের ম্যাচগুলোতেও এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। তবে ব্যাটারদের বোঝা দরকার যে কী ভাবে দায়িত্ব নিতে খেলতে হয়। আমি আর তিলকও সময় বিশেষে ধরে খেলিনি। জানি যে, পরের দিকে চালিয়ে খেলার ব্যাটার রয়েছে।"এ দিন শিবম দুবের ব্যাটে ভারতের রান ১৯০ পেরিয়ে যায়। ৬৬ রানের ওই ইনিংস না থাকলে চাপ হত ভারতের। সতীর্থকে নিয়ে সূর্য বলেন, "বিশাখাপত্তনমে (নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচেও খুব ভাল খেলেছিল। সে দিনও চেয়েছিল ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ যে ভাবে দলকে ১৯০-এ নিয়ে গেল তা অসাধারণ।"সূর্য মনে করেন, বিশ্বকাপে যা যা করার দরকার ছিল প্রায় সবই তাঁরা করে ফেলেছেন। তবু তাঁর মতে, "জিতলেও সেই ম্যাচ থেকে অনেক কিছু শেখার থাকে। আজকের ম্যাচ থেকেও আমরা শিখলাম অনেক কিছু।"এই মুহূর্তে ভারতের হাতে বোলারের অভাব নেই। সেই প্রসঙ্গে সূর্য বলেছেন, "এই মাথাব্যথা থাকা বেশ ভাল। হাতে অনেক বিকল্প থাকে। যে কোনও দিন, পিচ অনুযায়ী ওরা দলকে সাহায্য করতে পারে। যে ভাবে সব এগোচ্ছে তাতে আমি খুশি। প্রায় সব ব্যাটারই অবদান রাখছে। দু'-একজনের কাছে দিনটা ভাল যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সকলের থেকে অবদান চাই।"

ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার শিবম মেনে নিয়েছেন, এই পিচে ব্যাট করা কঠিন ছিল। তাঁর কথায়, "এ ধরনের পরিস্থিতিতেই ব্যাট করতে পছন্দ করি। বেশ উপভোগও করেছি। মাঝেসাঝে একটু চাপেও পড়েছি। ওদের অফস্পিনার চারটে ডট বল করেছিল। তবে এটা জানতাম পরের দিকে রান তুলে ফেলতে পারব।"

শিবমের সংযোজন, "আমাকে বড় শট খেলার ব্যাপারে আরও উন্নতি করতে হবে। অধিনায়ক এবং কোচ আমায় বলেছিলেন স্ট্রাইক রেট বেশি রাখতে। আজ শুরুতে সেটা পারিনি। এ বার সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে।"

# এবার না খেলেও পরের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল বাংলাদেশ ! জায়গা পাকা আরও ১১টি দেশের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপের খেলা শেষ হওয়ার আগেই ২০২৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১২টি দল নিশ্চিত হয়ে গেল। এই ১২ দলের মধ্যে রয়েছে এ বারের প্রতিযোগিতায় না খেলা বাংলাদেশও। বাকি আটটি দল আসবে যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে।

যে আটটি দল এ বার সুপার এইটে উঠেছে, তারা সরাসরি পরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে। অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে এবং নিউ জিল্যান্ড পরের বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। ২০২৮ বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক অস্ট্রেলিয়া। মিচেল মার্শেরা এ বার গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গেলেও পরের বার তাঁদের খেলা নিশ্চিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ক্রমতালিকার ভিত্তিতে বাকি তিনটি দেশের খেলাও নিশ্চিত। চলতি বিশ্বকাপের ফাইনাল আগামী ৮ মার্চ। পরের দিন, ৯ মার্চ ক্রমতালিকায় থাকা প্রথম ১২টি দল সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে। এই হিসাবের মধ্যেই রয়েছে সুপার এইটে ওঠা আট দল এবং অস্ট্রেলিয়া।

এ বার ক্রমতালিকায় প্রথম ১২-র বাইরে থাকা কোনও দল সুপার এইটে ওঠেনি। তাই প্রথম ১২ দলের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও নতুন কোনও দলের ঢুকে পড়ার সুযোগ নেই। এখন টি-টোয়েন্টির ক্রমতালিকায় ন'নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ, ১০ নম্বরে আফগানিস্তান এবং ১২ নম্বরে আয়ারল্যান্ড। ৯ মার্চ নতুন যে ক্রমতালিকা প্রকাশ হবে, তাতেও ১২ দলের মধ্যেই থাকবে এই তিন দেশ। ফলে ২০২৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং আয়ারল্যান্ড।

# শেষ সাত ম্যাচে পাঁচ শূন্য, তবু টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার থাকলেন অভিষেকই ! প্রথম দশে ঢুকলেন ঈশান

টি-টোয়েন্টিতে এক নম্বর ব্যাটারের স্থান ধরে রাখলেন অভিষেক শর্মা। শেষ সাত ম্যাচে পাঁচটি শূন্য করার কোনও প্রভাব পড়েনি তাঁর র্যাঙ্কিংয়ে। আইসিসি-র প্রকাশিত সাম্প্রতিক তালিকা অনুযায়ী, প্রথম দশে ঢুকে পড়েছেন ঈশান কিশনও। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একটি ম্যাচেও রান পাননি অভিষেক। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম বলে আউট হন। নামিবিয়া ম্যাচে পেটের সমস্যায় খেলতে পারেননি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শূন্য করেন। বুধবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও কোনও রান করতে পারেননি। প্রস্তুতি ম্যাচেও শূন্য করেছিলেন। খারাপ ফর্ম সত্ত্বেও তাঁকে এক নম্বর জায়গা থেকে সরানো যায়নি।

ঈশান উঠে এসেছেন ১৭ ধাপ। তিনি এখন আটে। বিশ্বকাপে টানা দু'টি অর্ধশতরান করার পুরস্কার পেয়েছেন ঈশান। এর মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৪০ বলে ৭৭ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন।

শতরান করে অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেওয়ার কারিগর, শ্রীলঙ্কার পাথুম নিসঙ্ক তিন ধাপ উঠে এসে তিন নম্বরে রয়েছেন। ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট রয়েছেন দু'নম্বরে। প্রথম দশে থাকা বাকি দুই ভারতীয় হলেন তিলক বর্মা (৪) এবং সূর্যকুমার যাদব (৬)। টি-টোয়েন্টির এক নম্বর অলরাউন্ডার হিসাবে এক নম্বরে উঠে এসেছেন পাকিস্তানের সাইম আয়ুব। তিনি টপকে গিয়েছেন জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজাকে। নেপালের দীপেন্দ্র সিংহ ঐরী এবং আফগানিস্তানের আজমাতুল্লাহ ওমরজাই যুগ্ম ভাবে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

বোলারদের মধ্যে, রশিদ খান উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে। তিনি ভারতের বরুণ চক্রবর্তীর ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছেন। জিম্বাবোয়ের ব্র্যাড ইভান্স ১০ ধাপ উঠে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন।

## স্টেট গেমসে অংশ নিতে ভলিবল শিবির শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে স্টেট গেমসের আসর। মোট ১৮টি ইভেন্টকে নিয়ে গোটা রাজ্যের অনুষ্ঠিত হবে তিন দিনব্যাপী আসরের ম্যাচগুলো। এই মেগা আসরকে সামনে রেখে জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে দল গঠনের প্রস্তুতি। আগামীকাল (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিম জেলার ভলিবলের দল গঠন প্রক্রিয়া। পশ্চিম জেলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে অরুন্ধতীনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। নির্বাচনী শিবিরে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছেলে ও মেয়েদের বিকেল তিনটায় অরুন্ধতীনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে ভলিবল শিক্ষক তাপস নাগ এবং মনি দাসের সাথে যোগাযোগের জন্য এসোসিয়েশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

# ন'দিন ধরে চলবে বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্ব আট দলের কবে, কোথায় খেলা, রইল সম্পূর্ণ সূচি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বের সূচি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আটটি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপে চারটি করে দল। প্রতিটি দল নিজের গ্রুপের বাকি তিন দলের সঙ্গে খেলবে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ স্থানে থাকা দু'টি দল সেমিফাইনালে উঠবে।

সুপার এইটে মোট ১২টি ম্যাচ। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে সুপার এইট পর্ব শুরু। চলবে ১ মার্চ পর্যন্ত। ভারত এবং শ্রীলঙ্কা, দু'জায়গাতেই খেলা হবে। মোট সাতটি মাঠে এই ১২টি ম্যাচ হবে। প্রথম দিন লড়াই পাকিস্তান এবং নিউ জিল্যান্ডের। এই ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টা থেকে। পরদিন, অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি দু'টি ম্যাচ। বিকেল ৩টে থেকে লড়াই ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার। এই দিনই প্রথম নামছে ভারত। অহমদাবাদে সূর্যকুমার যাদবের দলের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। পরের তিন দিন একটি করে ম্যাচ। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুখোমুখি জিম্বাবোয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। ২৫ ফেব্রুয়ারি লড়াই শ্রীলঙ্কা এবং নিউ জিল্যান্ডের। তিনটি ম্যাচই সন্ধ্যা ৭টা থেকে।

সুপার এইটে ভারতের দ্বিতীয় ম্যাচ ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। ভারতকে খেলতে হবে জিম্বাবোয়ের সঙ্গে। এই ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টা থেকে। ওই দিনই বিকেল ৩টেয় মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে ইংল্যান্ড-নিউ জিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ। এই দু'টি ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টায়। সুপার এইট পর্বের শেষ দিন ১ মার্চ ইডেনে ভারত মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ওই দিন বিকেল ৩টেয় জিম্বাবোয়ে বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ।

## নাইডু ট্রফি : চার মাঠে আগামীকাল থেকে চারটি কো: ফাইনাল ম্যাচ শুরু

**ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।** চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরু হচ্ছে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে। দেশের চারটি শহরে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি এলিট গ্রুপের, জাতীয় অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। নিউ চন্ডিগড়ে পিসিএ নিউ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ু পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে মুম্বাই এবং কর্নাটকের মধ্যে। খেলা মুম্বাইয়ের কান্ডিভালি তে শচীন টেন্ডুলকর জিমখানায়। সোলাপুরে ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মহারাষ্ট্র এবং ঝারখন্ড পরস্পরের মুখোমুখি হবে। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের মধ্যে। খেলা হবে রায়পুরে শহীদ বীরনারায়ন সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। অতঃপর ১ থেকে ৪ মার্চ দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ৯ থেকে ১২ মার্চ ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

## কাউন্ট ডাউন শুরু : ঐতিহাসিক স্টেট গেমসের প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কাউন্ট ডাউন শুরু। মাঝে আর দুটো দিন পার হলেই ঐতিহাসিক ত্রিপুরা স্টেট গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলেছে। প্রথমবারের মতো রাজ্যে আয়োজিত ত্রিপুরা স্টেট গেমস ২০২৬ আয়োজনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি বেলা দুটোই বাধারঘাটে স্পোর্টস স্টেডিয়ামে স্টেট গেমস এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গেমসের সূচনার পরিকল্পনা রয়েছে। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসর) ডাঃ মানিক সাহা এছাড়া, যুব বিশ্বকাপ ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের জিলা সভাধিপতি, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা পুলিশের ডিজি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার জন্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী এবং ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পি টি ঊষাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

## সিনিয়র মহিলা এক দিবসীয় ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রেলওয়েজ। এলিট সি গ্রুপ থেকে রেলওয়েজের পাশাপাশি দিল্লিও মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। একইভাবে এলিট গ্রুপ এ থেকে মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক; গ্রুপ বি থেকে ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান এবং গ্রুপ ডি থেকে অন্ধ্র ও মুম্বাই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক-দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। উল্লেখ্য এলিট সি-গ্রুপে রেলওয়েজ প্রথম ম্যাচে কেরালাকে ১৩১ রানে, দ্বিতীয় ম্যাচে দিল্লিকে ৯০ রানে, তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরাকে নয় উইকেটে এবং হায়দ্রাবাদকে ১৬৮ রানে, সৌরাষ্ট্রকে ৮ উইকেটের ব্যবধানে, গোয়াকে ২১৮ রানের ব্যবধানে এবং অন্তিম ম্যাচে পাঞ্জাবকে ছয় উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে মূল পর্বে খেলবে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে ২২ ফেব্রুয়ারিতে। মোহালিতে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মহারাষ্ট্র ও দিল্লি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ রোপারে ছত্তিশগড় খেলবে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ মোহালিতে। এতে রেলওয়েজ এবং কর্নাটক পরস্পরের মুখোমুখি হবে। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ রোপারে। এতে অন্ধ্র ও রাজস্থান পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

# ভারতকে হারিয়ে সিরিজে সমতা অস্ট্রেলিয়ার হরমনপ্রীতের বিশ্বরেকর্ডের দিনে ব্যর্থ মন্ধানারা

প্রথম ম্যাচ ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচ হারল ভারত। মহিলাদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফেরাল অস্ট্রেলিয়া। ক্যানবেরার মানুকা ওভালে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে ১৯ রানে হারাল তারা। ফলে তৃতীয় ম্যাচে হবে সিরিজের ফয়সালা।

বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টস করতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বরেকর্ড করেছেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড হল তাঁর। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে মোট ৩৫৬ ম্যাচ খেলে ফেললেন হরমনপ্রীত। তিনি ভাঙলেন নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেটার সুজি বেটসের রেকর্ড। ৩৫৫ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ খেলার পর থেকে আর খেলেননি সুজি। ফলে তাঁকে টপকে গিয়েছেন হরমনপ্রীত।

৩৫৬ ম্যাচের মধ্যে ৬ টেস্ট, ১৬১ এক দিন ও ১৮৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন হরমন। টেস্টে ২০০, এক দিনের ক্রিকেটে ৪৪০৯ ও টি-টোয়েন্টিতে ৩৭৮৪ রান করেছেন তিনি। অর্থাৎ, তিন ফরম্যাচ মিলিয়ে ভারত অধিনায়কের রান ৮৩৯৩। মোট আটটি শতরান ও ৩৮ অর্ধশতরান করেছেন তিনি। পাশাপাশি টেস্টে ১২, এক দিনের ক্রিকেটে ৩১ ও টি-টোয়েন্টিতে ৩২, অর্থাৎ, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৭৫ উইকেট নিয়েছেন হরমনপ্রীত।

অধিনায়ক রেকর্ড করলেও ম্যাচ জিততে পারেনি ভারত। অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার জর্জিয়া ভল ও বেথ মুনির কাছে হারতে হয়েছে স্মৃতি মন্ধানাদের। ভল ৫৭ বলে ৮৮ ও মুনি৩৯ বলে ৪৬ রান করেন। দু'জনের মধ্যে ১৪.৫ ওভারে ১২৮ রানের জুটি হয়। তাতেই খেলায় পিছিয়ে পড়ে ভারত। তবে লড়াই ছাড়েনি ভারত। শেষ দিকে পর পর উইকেট তোলায় ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান করে অস্ট্রেলিয়া।

১৬৪ রানের লক্ষ্য খুব বেশি ছিল না। পাশাপাশি ভারতের দুই ওপেনার মন্ধানা ও শেফালি বর্মা শুরুটা খারাপ করেননি। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে ৫০ রান করে ফেলেন তাঁরা। কিন্তু শেফালি ২৯ ও মন্ধানা ৩১ রানে আউট হওয়ার পর খেই হারায় ভারত। অধিনায়ক হরমনপ্রীত ৩৬ রান করেন। কিন্তু জেমাইমা রদ্রিগেজ (৪), রিচা ঘোষ (১৯), আমনজ্যোৎ কৌর (৩), দীপ্তি শর্মা (০) রান পাননি। ফলে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। জরুরি রানরেট ক্রমাগত বাড়ছিল। তার চাপ সামলাতে পারেনি ভারত। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান করে তারা। ১৯ রানে হারে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অ্যাশলি গার্ডনার ৩ এবং অ্যানাবেল সাগারল্যান্ড, কিম গার্থ ও অধিনায়ক সোফি মলিনিউ ২ করে উইকেট নিয়েছেন।

# ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে চান বাংলাদেশের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী, আমিনুল মুখ খুললেন শাকিবকে নিয়েও

বাংলাদেশের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন আমিনুল হক। দায়িত্ব নিয়েই তিনি চান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে। পাশাপাশি, শাকিব আল হাসানকে নিয়ে নতুন সরকারের ভাবনাচিন্তা কী, সেটাও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

নিরাপত্তার দোহাই দেখিয়ে চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ। তাদের জায়গায় খেলছে স্কটল্যান্ড। শপথ নেওয়ার পর আমিনুল বলেন, "আমি সংসদ ভবনে ভারতের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেছি। বিশ্বকাপ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। উনি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ। আমিও বন্ধুর মতোই কথা বলেছি। ওঁকে জানিয়েছি, আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান দরকার। আমরা চাই প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে। খেলাধুলো থেকে শুরু করে বাকি বিভাগেও দায়িত্বশীল এবং হার্দিক সম্পর্ক রাখতে চাই।"

তিনি আরও বলেন, "কূটনৈতিক কারণেই যে আমরা বিশ্বকাপে খেলতে পারিনি এটা সকলেই জানেন। সেই সমস্যাগুলো আগে আলোচনা করে নেওয়া গেলে আমরা খেলতে পারতাম।"

ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরেও সংশোধনের ডাক দিয়েছেন আমিনুল। প্রশ্ন তুলেছেন আগের নির্বাচন নিয়ে। তিনি বলেছেন, "ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন নিয়ে তো প্রশ্ন রয়েছেই। এই ব্যাপারগুলো আইসিসি নিয়ন্ত্রণ করে। ওদের আইন এবং বিধির মধ্যে থেকে আলোচনার মাধ্যমে যা করার করতে হবে। সকলের সঙ্গে আলোচনার পরেই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারব। এক দিনে কিছুই বদলাবে না। দীর্ঘকালীন কোনও ব্যবস্থায় সংস্কারে সময় লাগে। খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতি যাতে না মেশানো হয়, তা নজরে রাখা হবে।"

আমিনুল জানিয়েছেন, শাকিব এবং মাশরাফে মোর্তাজার বিরুদ্ধে মামলার দ্রুত সমাধান করা হবে যাতে তাঁরা ক্রিকেটে ফিরতে পারেন। তিনি বলেছেন, "শাকিব এবং মাশরফেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে সিদ্ধান্ত হবে। ওরা বাংলাদেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার। ওদের অবদানকে সম্মান জানাই। তবে এখন ওদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। সেগুলো সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে হবে। আমরা চাই ওরা দ্রুত বাংলাদেশে ফিরুক।"

# ক্যামেরার সামনেই অশ্লীল ভঙ্গি, ইটালির ব্যাটারকে দিলেন গালাগালও ! বিতর্কে ক্যারিবিয়ান পেসার

ক্রিকেটে শক্তির বিচারে দুই দলের দূরত্ব শত যোজন। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে যে ইটালি হারিয়ে দেবে, এমন স্বপ্ন বোধহয় অতি বড় ক্যারিবিয়ান ভক্তও ভাবেননি। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে তারা। শাই হোপ, শিমরন হেটমায়ার সমৃদ্ধ ক্যারিবিয়ান দলকে ১৬৫ রানের বেশি তুলতে দেয়নি তারা। জবাবে ১২৩ রানে গুটিয়ে যায় ইটালির ইনিংস। তবে ম্যাচের মধ্যে তাল কাটল অন্য ঘটনায়। যা ক্যারিবিয়ানদের জয়ে চোনা ফেলেছে।

ঠিক কী হয়েছে? ইটালির ইনিংসের ৫.৫ ওভারের ঘটনা। ম্যাথিউ ফোর্ডের বলে মিড অফের উপর দিয়ে ছক্কা হাঁকাতে যান সৈয়দ নকভি। ফোর্ডের আউট সুইং ঠিকমতো ব্যাটে-বলে না হওয়ায় বল চলে যায় সোজা শামার জোসেফের কাছে। ক্যাচ তালুবন্দি করতে ভুল করেননি তিনি। এরপরেই ঘটে বিপত্তি। নকভিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ইঙ্গিত করেন ফোর্ড। এমনকী তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় গালাগালও দিতে দেখা যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেসারকে।

মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনরা বলছেন, যে দেশে একটাও ক্রিকেট মাঠ নেই। ক্রিকেট খেলে অর্থ নেই। খেলা দেখার লোক নেই। সেই ইটালিকে নিয়ে এমন ধরনের অশ্লীল ইঙ্গিত করে ঠিক করেননি ফোর্ড। অনেকেই আবার ইটালির বিশ্বকাপ যাত্রাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, 'ফুটবলের দেশ' ইটালি প্রথমবার বিশ্বকাপের মঞ্চে এসে লড়াকু ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। নেপালের বিরুদ্ধে তারা জিতেছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের রানের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৬৬ রান তাড়া করতে নেমে ১২৩-এর বেশি করতে পারেনি তারা। ৪২ রানে ম্যাচ হারতে হয়েছে ইটালিকে। তবে ফুটবলে চার বার বিশ্বজয়ী দেশকে অনুপ্রেরণা জোগানোর বাক্যি বলার থেকে গালাগাল দিয়ে ক্যারিবিয়ান পেসারকে সমালোচনায় ভরিয়ে দিচ্ছে নেটদুনিয়া। উল্লেখ্য, ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন বিতর্কে জড়ানো ফোর্ড।

# রবিবার সুপার এইটে একটিই কারণে ভারতকে হারানোর স্বপ্ন দেখছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সূর্যকুমারদের সতর্ক করে দিলেন পেসার বশ

শনিবার সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তবে যে মাঠে খেলা হবে, সেই অহমদাবাদে তিনটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে প্রোটিয়ারা। ভারত সেখানে খেলেছে মাত্র একটি ম্যাচ। অহমদাবাদের সঙ্গে বেশি পরিচিত থাকার কারণেই শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকা এগিয়ে থেকে নামবে বলে মনে করেন পেসার করবিন বশ।

তিনি বলেছেন, "অহমদাবাদে বেশ কিছু ম্যাচ খেলতে পেরে আমরা ভাগ্যবান। খুব ভাল অভিজ্ঞতা ছিল। আরও দুটো ম্যাচ সেই মাঠে খেলতে চলেছি। ওখানকার পরিস্থিতি আমরা ভালই জানি। সেই অনুযায়ীই ম্যাচের পরিকল্পনা সাজানো হবে। আপাতত ভারতের ক্রিকেটারদের জন্য ধরে ধরে পরিকল্পনা করা হবে। দল হিসাবে এ ভাবেই আমরা কাজ করি।"

পরিকল্পনা থাকবে সূর্যকুমার যাদবের দলের প্রত্যেকের জন্য। ভারতের আলাদা কোনও ক্রিকেটারকে বেছে নিতে চাননি বশ। তাঁর মতে, প্রত্যেকেরই ক্ষমতা রয়েছে ম্যাচ জেতানোর। তিনি বলেছেন, "ওদের ব্যাটিং খুব আক্রমণাত্মক। তাই ওদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটাই দিতে হবে। প্রত্যেক ব্যাটারকে নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। আলাদা করে কারও নাম বলতে চাই না।"

কাগিসো রাবাডা, লুনগি এনগিডি এবং মার্কো জানসেনের সঙ্গে চতুর্থ পেসার হিসাবে খেলেন বশ। আমিরশাহির বিরুদ্ধে তিন উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়েছিলেন। বশ মেনে নিয়েছেন, বিশ্বমানের পেসারদের পাশে খেলায় তাঁর নিজের অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক স্বাধীনতা নিয়ে বল করতে পারছেন। বশের কথায়, "অসাধারণ সব জোরে বোলারদের সঙ্গে একই দলে থাকা আলাদা সম্মানের। বিলাসিতার সঙ্গে দায়িত্বও থাকে। আমাদের গোটা বোলিং বিভাগের মান অনেক, অনেক উঁচুতে থাকবে। আমরা একে অপরের পাশে থাকি। একটা দল হিসাবে বল করি। আলাদা করে কোনও চাপ নেই।"

বৃহস্পতিবার ভগৎ সিং যুব আবাসে ভারতীয় জনতা পার্টি ৬ আগরতলা মন্ডল আহুত সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত হয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের সম্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকাশের বার্তা পৌঁছে দিতে এবং সংগঠনকে বুথস্তর অব্দি আরো মজবুত করার আহ্বান রাখেন তিনি।

## বারখলা গ্রামে পুলিশের অভিযান

# গাড়ি সহ ১৩৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার আটক এক, চালক পলাতক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।।** গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সকাল প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিটে বারখলা গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় টিআর০১ত্তডি ত্ত৩৪৩২ নাম্বারের একটি বোলেরো গাড়ি আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গাড়িটি তল্লাশি করে চারটি প্লাস্টিক ড্রামে ভর্তি বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এসআই অমরকিশোর দেববর্মা উদ্ধার হওয়া প্রায় ১৩৮ কেজি গাঁজা এবং সংশ্লিষ্ট গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেন। ঘটনায় নলডেপা এলাকার বাসিন্দা রিপন মিয়া (১৮), পিতা বিল্লাল হোসেনকে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত রিপন মিয়া এবং গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে গাড়ি আটক করার সময় চালক জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

# বিশালগড়ে উন্নয়নের মুকুটে নয়া পালক , নয়া সেতুর উদ্বোধনে ফুল গ্রামে খুশির জোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড় , ১৯ ফেব্রুয়ারি: একটি সেতু তিনটি গ্রামকে এক সুতোয় গেঁথেছে। বিশালগড়ের ফুল গ্রাম লক্ষীবিল সহ তিনটি গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। লক্ষীবিল চন্দ্রনগর বাইদ্যারদিঘী গ্রাম তিনটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বিজয় নদ। তরুণ যুবক সুশান্ত দেব বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সেখানে নতুন সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন। কাজ সম্পন্ন হয় দ্রুত গতিতে।

বিশালগড় আর ডি ব্লক রেগা প্রকল্পে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মাণ করেছে সেতু।

পাশাপাশি ২৫ লক্ষ টাকা খরচে তৈরি হয়েছে ইট সলিং রাস্তা। বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বিকালে তিন গ্রামের হাজারো মানুষকে সাক্ষী রেখে নবনির্মিত সেতু এবং রাস্তার উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, ব্লকের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক বিপ্লব চক্রবর্তী, গ্রাম প্রধান সঞ্জিত দেবনাথ, সামাজিক ব্যাক্তিত্ব জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, অজয় দাস বৈষ্ণব, প্রার্থ দেবনাথ, শ্যামল দেবনাথ, আর ডির এসডিও অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

নবনির্মিত আরসিসি ফুট ব্রীজের নামকরণ করা হয়েছে 'সৌহার্দ্য'। রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে 'সুষমা স্বরাজ সরণি'। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন ২০২৩ সালের পর বিশালগড়ের সার্বিক উন্নয়ন শুরু হয়েছে। একসময় বিশালগড় থেকে নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু বিশালগড়ের দুর্দশা দূর করতে কোন উদ্যোগ নেয়নি। বিজয় নদের কারণে তিনটি গ্রাম বিচ্ছিন্ন ছিল। এতোদিন কৃষি নির্ভর তিনটি গ্রামের বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

আজ এই তিন গ্রামের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

বিধায়ক সুশান্ত দেব আরও বলেন বিরোধী দলের নেতারা বন্ধ ঘরে বসে বিশালগড়ের উন্নয়ন নিয়ে কটাক্ষ করে।

এই নেতাদের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন বিশালগড় গোলাঘাটি এবং বিশালগড় বক্সনগর আধুনিক মানের সড়ক নির্মাণ হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য নতুন ভবন নির্মাণ চলছে। এসডিএম অফিস এবং আবাসন নির্মাণ হচ্ছে। সুইমিং পুলের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।

আধুনিক মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এই লক্ষীবিল স্কুলে নতুন পাকা ভবন নির্মাণ শুরু হবে আট কোটি টাকা ব্যয়ে। দিব্যাঙ্গদের আর্টিফিসিয়াল অঙ্গ নির্মাণ কারখানা হবে। ফুল চাষীদের সুবিধার জন্য হিমঘর নির্মাণ হবে। বিশালগড় মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লী বসবে শীঘ্রই। টেন্ডার হয়েছে। ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরির কাজ চলছে।

সকলের সহযোগিতায় অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বিশালগড়। শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস বলেন এই তিনটি গ্রাম দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল। আজ সেতু, রাস্তা নির্মাণ সহ আধুনিক গ্রাম গড়ার সংকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে বিধায়ক সুশান্ত দেবের নেতৃত্বে। সমাজসেবক বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন সিপিএম রাজনীতি আর দুর্নীতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বিশালগড় ব্লকের দুর্নীতি সবাই জানে। মানুষের সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছার অভাব ছিল বাম সরকারের। বর্তমানে শহর থেকে গ্রাম প্রতিটি অলিগলিতে উন্নয়ন পৌঁছে যাচ্ছে।

# তেলিয়ামুড়ার বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক ও সামাজিক কর্মসূচির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উদ্বোধন ও সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার, বিবেকানন্দ পাঠশালা, গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্লাড গ্রুপ কার্ড বিতরণ, বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ কর্মসূচির সূচনা এবং বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর এবং তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট সমাজসেবী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক রজত পন্থ, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং তেলিয়ামুড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য। বৃক্ষে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ যে উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা হয়েছে তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি পঞ্চায়েতটিকে মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। ব্লাড গ্রুপ কার্ড বিতরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জরুরি মুহূর্তে রক্তের গ্রুপ জানা থাকলে দ্রুত জীবন রক্ষা সম্ভব। পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টারের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রামবাসীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কোর্স ও ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিবেকানন্দ পাঠশালার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রবীণরাও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং অন্যান্য পঞ্চায়েতও তা অনুসরণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর জানান, বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতকে তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের মধ্যে মডেল পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত এলাকার অধিকাংশ মানুষের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য পঞ্চায়েতেও শীঘ্রই এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ করা হবে।

জেলা শাসক রজত পন্থ বলেন, দেশ ও সমাজের উন্নতির মূল চাবিকাঠি গ্রাম উন্নয়ন। সম্মিলিত উদ্যোগে বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত আগামী দিনে দেশের অন্যতম সেরা পঞ্চায়েত হিসেবে বিবেচিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এদিন খোয়াই জেলার স্বচ্ছ ভারত মিশনের ম্যাসকট ''নির্মল মোতি''-কে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অতিথিবৃন্দ বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং বিবেকানন্দ পাঠশালা ও পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন।

## শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৯১ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি: শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৯১ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব নানা আধ্যাত্মিক কর্মযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধার সাথে পালন করে বিলোনিয়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম।বৃহস্পতিবার ভোর চারটে ত্রিশ মিনিটে মঙ্গলা রতির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় তিথি উৎসব। সকাল বেলা রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম থেকে ভক্তদের এক শোভাযাত্রা বের হয়,শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। তার মাঝে চলে কথামৃত পাঠ,ধ্যান জপ,ভোগারতি,অঞ্জলি প্রদান, এবং দুপুর একটায় বিলোনীয়া মডেল স্কুল মাঠে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলে প্রসাদ বিতরন। সকলে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণ করে।

জনগনের সেবায় প্রেসার মাপা, অক্সিজেন লেবেল মাপার ব্যাবস্থা রাখা হয় আশ্রম প্রাঙ্গনে। সন্ধ্যায় আশ্রমে ঠাকুর,মা,ও স্বামীজীর, সঙ্গীত এবং রামকৃষ্ণ শরনম,রাত আট ঘটিকায় প্রসাদ বিতরনের মধ্যে দিয়ে তিথি উৎসবের সমাপন বলে জানান বিলোনীয়া শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সম্পাদক লক্ষ্মণ মালাকার, এছাড়া উৎসবের কনভেনার মানিক চক্রবর্তী, ক্যাশিয়ার শংকর চক্রবর্তী আশ্রমের সভাপতি হারাধন মজুমদার আশ্রমের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা দেবী প্রসাদ রুদ্র পাল, দীপা পাল সহ আশ্রমের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গন।

## এডিসি ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, সিমনায় তিপ্রা মথার সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রাক্কালে সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করতে সিমনায় সাংগঠনিক বৈঠক করল তিপ্রা মথা। বৃহস্পতিবার ১ নং সিমনা বিধানসভা এলাকার মুড়াবাড়ি বালুরবন্ধে বুথ কমিটিকে নিয়ে এই বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা এবং স্থানীয় এমডিসি তথা এডিসির ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা। এছাড়াও দলের যুব সংগঠন ওয়াইটিএফ-এর নেতা আদর্শ দেববর্মা এবং নারী সংগঠন টিডব্লিউএফ-এর নেত্রী শিবাঞ্জলী দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনে প্রচার কৌশল, বুথভিত্তিক সংগঠন মজবুত করা এবং কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দলীয় নেতৃত্ব কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন যে, এডিসি ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে সাফল্য অর্জনের জন্য তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও সুসংহত করতে হবে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনে বিভিন্ন বুথ ও গ্রাম পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে এমন সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজন করা হবে।

## বিজয়নগরে সেতুর কাছে ৫২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। জানা গেছে, বিজয়নগর এলাকায় সেতুর নিকটে বিশেষ তল্লাশি অভিযানে নামেন পুলিশ আধিকারিকরা। অভিযানের সময় সেখান থেকে মোট ৫২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলি ঘটনাস্থলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। বৈধ প্রক্রিয়া মেনে সমস্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পর গাঁজাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছে।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনামুড়া পুলিশ স্টেশন। কারা এই বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত এবং এর প্রকৃত মালিক কে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## দুই বছর বয়সী শিশু কন্যার পেট থেকে সেফটি পিন সফলভাবে অপসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর খাস চৌহমুনি এলাকার সম্রাট সরকারের দুই বৎসর বয়সী শিশু কন্যার পেট থেকে একটি সেফটি পিন অত্যাধুনিক সিভি-১৯০ এন্ডোস্কোপি মেশিনের সাহায্যে সফলভাবে অপসারণ করে তার প্রাণ রক্ষা করলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ব. গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি বিভাগের চিকিৎসকগণ। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ পেটে সেফটি পিন সহ সংকটজনক অবস্থায় শিশু কন্যাটিকে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তারপর চিকিৎসকরা শিশুটিকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন।জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসলে শিশুটিকে ই.এন.টি. ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। ই.এন.টি. ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকগণ শিশুটির পেটে এক্স-রে করে দেখেন যে, তার পেটের ভিতরে একটি সেফটি পিন রয়েছে। চিকিৎসকগণ শিশুটির পরবর্তী চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করেন এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেফটি পিনটি বের করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন সার্জিক্যাল ও গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিশুটির অস্ত্রোপচার না করে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে সেফটি পিন অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. শুভদীপ পাল অত্যাধুনিক সিভি-১৯০ এন্ডোস্কোপি মেশিন ব্যবহার করে সফলভাবে শিশুটির পেট থেকে সেফটি পিনটি অপসারণ করেন। শিশুটির পেট থেকে সফলভাবে সেফটি পিনটি অপসারণ করার পর শিশুটিকে পুনরায় ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। শিশুটি সুস্থ থাকায় চিকিৎসকরা ঐদিনই হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেন। এই সফল সেফটি পিন অপসারণ প্রক্রিয়ায় উক্ত এন্ডোস্কোপি টিমে গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. শুভদীপ পাল এর সাথে ছিলেন উপস্থিত ছিলেন ও.টি. নার্স গোপা দে ও অপর্ণা দাস, ও.টি. টেকনিশিয়ান ছিলেন সুমন কুমার শীল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

# অবরোধ প্রত্যাহার আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা গরিলা রিটানিজ ডিমান্ড কমিটি প্রস্তাবিত অনির্দিষ্টকালের জন্যে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের। বৃহস্পতিবার রাতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন কমিটির নেতৃত্ব।

জানা গেছে, রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে আত্মসমর্পনকারী বৈরীদের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রী তাদের তিন দফা দাবিপত্রের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

কমিটির নেতৃত্ব অমৃত রিয়াং জানান, আজ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সরকারি বাসভবনে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তারা। বৈঠকে মন্ত্রী আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের যথাযথ পুনর্বাসন সংক্রান্ত দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতেই জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন তারা।

উল্লেখ্য, গত ১১ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের এই সংগঠন ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলনে নামার ঘোষণা করেছিল। সে সময় সরকারকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দাবি পূরণের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল সংগঠনের নেতৃত্ব।

অভিযোগ ছিল, আজ তাদের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে আলোচনার জন্য ডাকা হলেও দপ্তরের অধিকর্তা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। ফলে তারা নিজেদের দাবিতে অনড় ছিলেন। অবশেষে রাতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং তাদের দাবি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস প্রদান করেছেন। অবশেষে শুক্রবার অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন আত্মসমর্পনকারী বৈরীরা।

# ভক্তিভরে পালিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি, রাজ্যজুড়ে পূজা ও প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আজ রাজ্যজুড়ে ভক্তিমূলক পরিবেশে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভোর থেকেই রামকৃষ্ণ দেবের বিভিন্ন আশ্রম ও মন্দিরে মঙ্গল আরতি, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ভজন-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে দিনটির শুভ সূচনা হয়।

বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-এর বিভিন্ন শাখায় ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। সকাল থেকে শুরু করে দিনভর চলে বিশেষ পূজা, হোম-যজ্ঞ ও প্রার্থনা সভা। ভক্তরা ঠাকুরের জীবনাদর্শ স্মরণ করে মানবসেবা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা পুনরুজ্জীবিত করার অঙ্গীকার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৮৩৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরির আশীর্বাদে জন্ম বলে তাঁর মা-বাবা তার নাম রাখেন গদাধর। গ্রামের সবার প্রিয় ছিল গদাধর। আর পাঁচজন ছেলের সঙ্গে তাঁর তফাৎও ছিল নজরে পড়ার মতো। সাংসারিক কাজকর্ম বা রোজগেরে লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। বাকি ছেলেদের মতো গতানুগতিক লেখাপড়া না করে সে নিজের মতো করে বিদ্যার্জন করত। গদাধর খুব সুন্দর গাইতে পারত, ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়াতেও সে পটু ছিল। গদাধরের যখন বয়স যোলো, তখন দাদা রামকুমারের সঙ্গে সে কলকাতা চলে আসে; বাবা মারা যাবার পর থেকে সংসারে যে আর্থিক টানাটানি চলছিল, তার সুরাহার চেষ্টাতেই বড় শহরে আসার এই সিদ্ধান্ত। এক ঐতিহাসিক সমাপতনে ঠিক এই সময়েই রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু নানা সমস্যায় বাধা পেয়ে তা হয়ে উঠছিল না। রামকুমার এসে সেই সমস্যার সমাধান করলেন, এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। রামকুমার হলেন মন্দিরের প্রধান পূজারী। কিন্তু কালের বিধানে রামকুমার কিছুদিনের মধ্যেই দেহ রাখলেন। প্রধান পূজারীর ভূমিকা পেলেন গদাধর। তার গদাধর থেকে রামকৃষ্ণ হয়ে ওঠার এই শুরু। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মতিথি। এবছর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৯১তম জন্মতিথি ভক্তি ভরে শ্রদ্ধার সঙ্গে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও পালিত হচ্ছে। আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে আজ সকাল থেকেই পূজার্চনার মাধ্যমে ঠাকুরকে স্মরণ করা হয়।। ভক্তদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

এদিন বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় আলোচনা সভা, গীতাপাঠ, ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন এবং প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ও মানবকল্যাণমূলক চিন্তাধারার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

## ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬

# দিল্লিতে রোড শো ২৪শে

নতুন দিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: চলতি বছরের শেষের দিকে নির্ধারিত 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬'-এর প্রাকআয়োজনে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে নয়াদিল্লিতে একটি রোডশো আয়োজন করতে চলেছে Government of Tripura। অনুষ্ঠানটি সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ফিকি-র ফেডারেশন হাউস তানসেন মার্গ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। রোডশোতে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাননীয়া মন্ত্রী সন্তানা চাকমা এবং রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা।

এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ত্রিপুরার ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্ভাবনাকে তুলে ধরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও প্রতিবেশী আন্তর্জাতিক বাজারে রাজ্যের কৌশলগত গুরুত্বকে সামনে আনা। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনের মাধ্যমে রাজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ থাকবে। প্রস্তাবিত 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬'কে একটি ফ্ল্যাগশিপ বিনিয়োগ উদ্যোগ হিসেবে ভাবা হয়েছে। এতে ত্রিপুরার ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, উন্নয়নশীল অবকাঠামো, দক্ষ মানবসম্পদ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও সংলগ্ন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার তুলে ধরা হবে। সরকার ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগের সুযোগ মূল্যায়ন, অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করাই এর উদ্দেশ্য। ত্রিপুরা বিনিয়োগবান্ধব নীতি, খাতভিত্তিক প্রণোদনা এবং সহজ অনুমোদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে তুলেছে। ৯৫.৬ শতাংশ সাক্ষরতার হার, ৬৪৮.৬৮ মেগাওয়াট উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, উচ্চ-মিথেন প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাপ্যতা এবং সড়ক, রেল, বিমান ও জলপথে সম্প্রসারিত বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্পোন্নয়নের জন্য শক্ত ভিত তৈরি করেছে।

বিনিয়োগের জন্য চিহ্নিত প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পরিষেবা, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও ফার্মাসিউটিক্যালস, পর্যটন ও আতিথেয়তা, কৃষিভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন, রাবার, বাঁশ ও আগরউড, রিয়েল এস্টেট, নবায়নযোগ্য শক্তি, হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প এবং উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট শিল্প।

ব্যবসা সহজীকরণের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম, ডিজিটাল অনুমোদন প্ল্যাটফর্ম, স্বচ্ছ জমি বরাদ্দ প্রক্রিয়া এবং ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সী অফ ত্রিপুরা (আইপিএটি)-এর মাধ্যমে নিবেদিত বিনিয়োগ সহায়তা ব্যবস্থা চালু করেছে। এছাড়া জাতীয় 'বিজনেস রিফর্মস ডিরেগুলেশন ১.০' র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান অর্জন করে নিয়ন্ত্রক সরলীকরণ ও স্বচ্ছতার প্রতি রাজ্যের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। নয়াদিল্লির এই রোডশোতে দেশের শীর্ষ বিনিয়োগকারী, শিল্প প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত। রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা সম্ভাব্য সহযোগিতা ও বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে একান্ত বৈঠকের জন্য উপলব্ধ থাকবেন।

# আগরতলায় আন্তঃরাজ্য যুব বিনিময় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন রাজ্যের যুবক-যুবতীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাই ভারত-পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মেঘালয় রাজ্যের এক যুব দলকে নিয়ে আগরতলায় সাফল্যের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য যুব বিনিময় কর্মসূচি পরিচালনা করে। এই কর্মসূচি চলে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

আজ ১৯ শে ফেব্রুয়ারি সকালে আগরতলায় সমাপনী অনুষ্ঠান ও শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন মাই ভারত- ত্রিপুরার রাজ্য অধিকর্তা বি.পি. শাহ এবং এ.পি.এ নন্দন রায়। পাঁচ দিনের আন্তঃরাজ্য যুব বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ মেঘালয়ের যুব দলকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেন এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সমাজে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে এবং ঐক্য, অখণ্ডতা ও জাতীয় উন্নয়নের মূল্যবোধ বজায় রাখতে উৎসাহিত করেন। মাই ভারত-ত্রিপুরার রাজ্য অধিকর্তা বি.পি.শাহ যুবসমাজের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং মাই ভারত কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা বিস্তারিত উল্লেখ করেন।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের মাই ভারত পোর্টাল সম্পর্কে অবহিত করেন এবং দেশ গঠনের উদ্যোগ ও যুব উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য কীভাবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেন।

পরিশেষে শ্রী শাহ অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আয়োজক এবং সমস্ত অংশীদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas